রাঁচি, সোমবার
05:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>231 >>21 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৩১ >> << ২১শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

সীমান্তে বন্দুক যুদ্ধে ৩ ইসরাইলি সেনা ও মিশরীয় কর্মকর্তা নিহত

মিশর : কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে দক্ষিণ ইসরাইলের সীমান্তে শনিবার মিশরীয় সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তিন ইসরাইলি সেনা ও মিশরীয় কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এই সীমান্তে এমন ভয়াবহ সহিংসতা খুবই বিরল ঘটনা। ইসরাইলি মুখপাত্র লেফটেনান্ট কর্ণেল রিচার্ড হেশ্‌ট বলেন, গভীর রাতে সীমান্ত বরাবর সৈন্যরা মাদক পাচার রোধের চেষ্টা করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি আরো বলেন, কয়েক ঘন্টা পর, রক্ষীচৌকিতে দুই সেনা সদস্যকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গোলাগুলির পর তারা রেডিও সংযোগে সাড়া দিচ্ছিলেন না পরে, তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হেশ্‌ট বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, মাদক পাচার প্রতিরোধের সঙ্গে এই হত্যার যোগ রয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দ্বিতীয়বার গুলি বিনিময়ের সময় মিশরীয় সীমান্ত রক্ষী নিহত হন। তৃতীয় ইসরাইলি সেনাও এ সময় নিহত হন। মিশরীয় সামরিক বাহিনী বলেছে, একজন মিশরীয় সীমান্ত রক্ষী, সীমান্তের নিরাপত্তা বেষ্টনি অতিক্রম করলে ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়। এ সময় তিনি মাদক পাচারকারীদের ধাওয়া করছিলেন।

বাজার দর
SENSEX : 62547.11 +118.57
NIFTY : 18534.10 +46.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.32 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.01 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ঋণ খেলাপি এড়ানোর বিষয়ে ওভাল অফিসের মন্তব্যে সমঝোতার কথা তুলে ধরলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন : কয়েক সপ্তাহের কঠোর আলোচনার পর ফিসকাল রিসপোনসিবিলিটি অ্যাক্ট পাশ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রিপাবলিকানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা অর্জনে তার সক্ষমতা তুলে ধরেছেন। তিনি ২০২৪ সালের পুনঃনির্বাচনের প্রচারাভিযানে এই বিষয়টি আবার তুলে ধরতে চাইছেন। এই পদক্ষেপটি ২০২৫ সালের জানুয়ারির প্রথম দিক অবধি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ঋণের সীমা স্থগিত করে ।এটি সরকারের বিল পরিশোধের জন্য নগদ শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে সম্ভাব্য বিপর্যয়কর খেলাপি ঋণ এড়াতে পারে। ওভাল অফিস থেকে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ বিশ্বাস ও কৃতিত্ব বজায় রাখা এবং এমন একটি বাজেট পাস করা যা আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং জাতি হিসেবে আমাদের মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করবে। বাইডেন বলেন, এই প্রস্তাবটি পাস করা গুরুত্বপুর্ণ, তিনি বলেন, এর চেয়ে বড় ঝুঁকি হতে পারতো না। বাইডেন তার প্রশাসনের সময় দ্বিপক্ষীয় আইনগত সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন, আমেরিকান গণতন্ত্র কাজ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমঝোতা ও ঐকমত্যের মাধ্যমে। শনিবার বিলটিতে স্বাক্ষর করবেন বলে জানিয়েছেন বাইডেন। এই প্রথম বাইডেন ওভাল অফিস থেকে জাতির উদ্দেশে সরাসরি ভাষণ দিলেন। হোয়াইট হাউজের সেটিংসের মধ্যে সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক সেটিংস সাধারণত এমন অনুষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত থাকে যখন প্রেসিডেন্টরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ভাষণ দেন। সিনেট বৃহস্পতিবার রাতে এই পদক্ষেপের পক্ষে ৬৩-৩৬ ভোট দিয়েছে। ডেমোক্র্যাট সিনেটর জন ফেটারম্যান, এলিজাবেথ ওয়ারেন, এড মার্কি, জেফ মার্কলে এবং ডেমোক্র্যাটদের সাথে ককাস করা স্বতন্ত্র বার্নি স্যান্ডার্স এবং ৩১ জন রিপাবলিকান বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

মণিপুরে আবারও হামলা, আহত ১৬

মণিপুর : সেনাবাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর শান্তি বজায় রাখার আহ্বান সত্ত্বেও ভারতের মণিপুরে নতুন করে সহিংসতা শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাত ও শনিবার ভোরে ইম্ফল পশ্চিম জেলার ফায়েং এবং কাংচুপ চিংখং নামে দুটি গ্রামে সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) নিশিকান্ত সিং গতকাল শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ সন্দেহভাজন কুকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই আক্রমণ চালিয়েছে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সন্ত্রাসীদের পাহাড়ে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন।

এর আগে গত শুক্রবার দুপুরে ইম্ফল পূর্ব জেলার আন্দ্রো থানার কাছে ইয়াইরিপোক এনগারিয়ানে উত্তেজিত জনতা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ডন বসকো প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ক্যাথলিক মিশন দ্বারা পরিচালিত এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ফাদার জোসেফের দাবি, সম্পত্তিটি নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ব্যবহার করা হবে এমন গুজব ছড়ানো হয়। পরে প্রায় তিন হাজার লোক প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই সপ্তাহেই চার দিন মণিপুরে ছিলেন। সব পক্ষের সঙ্গে আলাপআলোচনা করে তিনি শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত থেকে শান্তি কমিটি গঠন বা অস্ত্র প্রত্যর্পণের জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি সব পক্ষকে অন্তত ১৫ দিনের জন্য শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু বৃহস্পতিবার অমিত শাহ দিল্লি ফিরে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটল মণিপুরে। এই ঘটনা প্রমাণ করছে উত্তরপূর্বের এই রাজ্যে শান্তি ফেরাতে কেন্দ্র সরকারকে আরও অনেক চেষ্টা করতে হবে।

এদিকে মণিপুরের সাধারণ মানুষ বলছেন, রাজ্যে এখনো ব্যাপক চাপা উত্তেজনা রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মাঝেমধ্যেই সংঘর্ষ হচ্ছে। মানুষ মারাও যাচ্ছে। কিন্তু সে খবর স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও রাজ্যের বাইরে থেকে জানা যাচ্ছে না। অমিত শাহ থাকার সময়েও সংঘর্ষ হয়েছে, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি বলেও মেইতেই ও কুকি দুই সম্প্রদায়ের মানুষ জানিয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য মণিপুর হাইকোর্ট সুপারিশ করার পর ৩ মে থেকে সহিংসতা চলছে। এতে নষ্ট হয়েছে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও।

সরকারি হিসাবে, এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা সহিংসতায় ১০৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলেছে, ১১৫ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হবে। এ ছাড়া প্রায় ৩০০ গির্জা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সুদানে যুদ্ধপরিস্থিতির আরও অবনতি

সুদান : যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সুদানের যুদ্ধরত জেনারেলদের মধ্যে লড়াই তীব্রতর হয়। সেই সাথে শুক্রবার বৃহত্তর খার্তুমে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। খার্তুমে শুক্রবার আরও বেশি করে গোলা বর্ষণ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খার্তুমের পূর্বাংশে এবং রাজধানীর বোন শহর ওমদুরমানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনের আশেপাশে নীল নদের তীরে আর্টিলারি ফায়ার চালানো হয়েছে। মানবিক সহায়তার জন্য অস্ত্রবিরতিতে মধ্যস্থততার বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে নিয়মিত সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের (আরএসএফ) মধ্যে লড়াই খার্তুম এবং দারফুরের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে, তারা সুদানের অন্যান্য অংশ থেকে খার্তুম অঞ্চলে অভিযানে অংশ নিতে আরও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসেছে। সুদানের বিশ্লেষক খোলুদ খায়ের বলেন, শহরের রাস্তা থেকে আধাসামরিক বাহিনীকে সরিয়ে নিতে সেনাবাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন বৃহস্পতিবার যুদ্ধরত পক্ষগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদের উভয়কেই ভয়ঙ্কর রক্তপাত উস্কে দেওয়ার জন্য দায়ী করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রক সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর দুটি প্রধান অস্ত্র কোম্পানি, ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সিস্টেম এবং সুদান মাস্টার টেকনোলজিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এছাড়া আরএসএফ কমান্ডার মোহাম্মদ হামদান দাগলো ও তার পরিবারের নিয়ন্ত্রিত দুটি কোম্পানি আল জুনায়েদ মাল্টি অ্যাক্টিভিটিস কোম্পানি ও অস্ত্র ব্যবসায়ী ট্রাডিভ জেনারেল ট্রেডিং-এর ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক সেনাবাহিনী ও আরএসএফ কর্মকর্তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কোন নাম উল্লেখ না করে বলেছে, তারা সুদানের গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে ক্ষুণ্ন করার সঙ্গে জড়িত। ওয়াশিংটন শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন আগামী সপ্তাহে সৌদি আরব সফর করবেন যেখানে তিনি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে কৌশলগত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করবেন।

যেভাবে ক্ষমতায় দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেন তুরস্কের এরদোয়ান

তুরস্কঃ জনতুষ্টিবাদী নেতা ও কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাসম্পন্ন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের শপথ গ্রহণের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে শনিবার। এবারের নির্বাচনে জয় লাভের পর, এই শপথের মাধ্যমে তার তৃতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শুরু হবে।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তুরস্ককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এরদোয়ান। দেশের চলতি আর্থিক সংকট ও ফেব্রুয়ারি মাসে হওয়া ভূমিকম্পে তার সরকারের সমালোচনা সত্ত্বেও, গত সপ্তাহান্তের ফিরতি নির্বাচনে তিনি আবার বিজয়ী হন। উল্লেখ্য যে গত ভূমিকম্পে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। ভক্তদের কাছে এরদোয়ান 'রেইস' বা 'প্রধান' হিসেবে পরিচিত। ৬৯ বছর বয়সী এরদোয়ান ইতোমধ্যেই তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে দীর্ঘমেয়াদী নেতা হয়ে উঠেছেন। আগামী পাঁচ বছরের জন্য তিনি পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই মেয়াদ শেষ হবে ২০২৮ সালে। এর মধ্য দিয়ে তার শাসনকাল তিন দশককে গড়াবে। আর, তিনি সম্ভবত একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আইনসভার সহযোগিতায় আরো দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকতে যাচ্ছেন।

অনেক বিশেষজ্ঞ একমত যে, এরদোয়ানের অপ্রচলিত রাজস্ব নীতিই তুরস্কের মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ। তার নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনীতিবিদদের সতর্কতাবাণী সত্ত্বেও, অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেও হতাশাজনক সুদের হার আরোপ করেন তিনি। তবে, মনে হচ্ছে, অধিকাংশ ভোটারই এ বিষয়টি তার বিরুদ্ধে আমলে নেননি। উল্লেখ্য, এরদোয়ান এই নির্বাচনে ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট অতীতে অর্থনীতির গতি ঘুরিয়ে দেয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে, নিজের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তিনি সরকারি সম্পদ ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠা বোধ করেননি।

পাল্টা হামলা আরো উন্নত অভিযানের জন্য আরো শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন

জেলেন্সকি 'দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন' পাল্টা আক্রমণ সফল হবে

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এফ-১৬ যুদ্ধবিমান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান, সেনাবাহিনীর জেনারেল মার্ক মিলি বলেছেন, ইউক্রেনের আসন্ন পাল্টা আক্রমণের জন্য যুদ্ধবিমানগুলো প্রস্তুত হবে না।

ইউক্রেন : ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে তাদের দৈনিক গোয়েন্দা হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলেছে, রাশিয়ার ভিডিভি বা এয়ারবোর্ন বাহিনী বাখমুতে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যদিও ভিডিভির ইউক্রেন হামলার আগের তাদের অভিজাত অবস্থা এখন অনেক হ্রাস পেয়েছে। ভিডিভি মোতায়েনের কারণে, পুরো রুশ বাহিনী সম্ভবত বাখমুতে তাদের আভিযানিক চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে কম নমনীয় হবে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শুক্রবার বলেছেন, নেটোতে যোগদান হবে ইউক্রেনের জন্য সর্বোত্তম নিরাপত্তানিশ্চয়তা। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তার দেশের পক্ষে এই জোটে যোগ দেয়া অসম্ভব হবে বলে স্বীকার করেন তিনি। এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলার কারিসের সঙ্গে কিয়েভে এক যৌথ ব্রিফিংয়ে জেলেন্সকি বলেন, ইউক্রেনের জনগণ নেটোর কোনো দেশকে যুদ্ধে টেনে আনবে না। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার পরমাণু পরিদর্শকদের ভিসা প্রত্যাহার করেছে। তারা নতুন পর্যবেক্ষকের অপেক্ষমান আবেদন প্রত্যাখ্যান করছে। আর, যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় রুশ বিমান প্রবেশের জন্য প্রচলিত অনুমোদন (স্ট্যান্ডার্ড ক্লিয়ারেন্স)বাতিল করছে। রাশিয়া, দুই দেশের মধ্যকার সর্বশেষ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিন মস্কোর সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে তার বিরোধকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে রুশ বাহিনীকে তার লোকদের উড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। তিনি বলেন, রুশ বাহিনীকে এমন অঞ্চলে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইন স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো, যেখানে ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনী লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে।তিনি আরো বলেন, শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য এসব মাইন স্থাপনের প্রযোজন ছিলো না। সুতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি, এই মাইনগুলো ওয়াগনার বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটগুলোকে রুখে দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছিল।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন, ইউক্রেন এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাতে প্রস্তুত।

শনিবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইউক্রেনের নেতা বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা সফল হবো।

জেলেন্সকি আরো বলেন, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে কম সহায়ক প্রশাসন জিততে পারে বলে কিছুটা শঙ্কা বোধ করছেন তিনি।

এদিকে, তার দৈনন্দিন ভাষণে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, আরো উন্নত অভিযানের জন্য আরো শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। আর প্রয়োজনীয় ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ ও ইউক্রেনের এর উৎপাদন দরকার। তিনি বলেন, ইক্রেনীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমরা সক্রিয়ভাবে, প্রতিদিন একটি যৌথ পেট্রিয়ট ব্যবস্থা ও আধুনিক যুদ্ধ বিমানের যৌথ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

রাজ্যে, অষ্টম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষায় কোডারমা জেলা শীর্ষে ৯৮.২৫ শতাংশ নিয়ে প্রথম স্থান

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। শনিবার অষ্টম শ্রেণীর বোর্ডের ফল ঘোষণা করেছে ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল। বোর্ডের উক্ত ফলাফলে গোটা রাজ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কোডারমা জেলা। জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জন বলেন, গত দেড় বছর ধরে প্রজেক্ট রেল অ্যান্ড প্রজেক্ট ইমপ্যাক্টের মাধ্যমে জেলায় ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল এবং শিশুদের প্রস্তুতির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছিল যার ফলশ্রুতিতে কোডারমা জেলা অষ্টম শ্রেণীর বোর্ড ফলাফলে সমগ্র রাজ্যে শীর্ষে।তিনি ভালো ফলাফলের পেছনে সরকারি বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার জন্য পরিচালিত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। অষ্টম বোর্ডে মোট ১৫৫১০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৫১৮৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে মোট ১৪৯২০ জন শিক্ষার্থী পাস করেছে। কোডারমা জেলা ৯৮.২৫ শতাংশ নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে।

এই চমকপ্রদ ফলাফলে স্কুল সমূহে খুশির আবহাওয়া।

তৃণমূলের নেতারা বোম বানানোর দোকান খুলে বসেছে সাংসদ রাজু বিস্তা

শিলিগুড়ি ঃ তৃণমূলের নেতারা বোম বানানোর দোকান খুলে বসেছে। সেই বোম দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে চাইছিল। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন বিমানে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। আর সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যে পর পর বিস্ফোরণ কান্ড নিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। রাজু বিস্তা আরও বলেন, এবার আর দশ কোটি রাজ্যবাসী ভয় পাওয়ার নয়। পালানোর জায়গা পাবেন না তারা। অনেক লুঠ করেছে। অনেক চুরি হয়েছে। এবার এক এক টাকার হিসেব দিতে হবে এবার।

রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে,আবু সামা

উত্তর দিনাজপুর ঃ জেলার রামকৃষ্ণপুর পিডিজিএম হাই স্কুলের ছাত্র । প্রান্তিক গ্রামের ছাত্র, অল্প কৃষি জমি আছে তাতে চাষ আবাদ করার পাশাপাশি বাবা কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন। কার্যত নিজের পরিশ্রমে ও ইচ্ছা শক্তিতেই আবু সামার এই সাফল্য এটা বলা যেতে পারে। আগামীতে ইউপিএসসি তে বসার ইচ্ছা আছে তার।

আবু সামার বাবা সম্ভবত বুঝেই উঠতে পারছেনা তার ছেলে কতটা ভালো ফল করেছে। তার উত্তর আমি খুশী।

৪৯০ নাম্বার পেয়ে রাজ্যে সপ্তম আলিপুরদুয়ার ছাত্র সন্দীপ ঘোষ

আলিপুরদুয়ারঃ ৪৯০ নাম্বার পেয়ে রাজ্যে সপ্তম আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্র সন্দীপ ঘোষ। আগামী দিনে অংক অথবা স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে রিসার্চ করতে চায় সন্দীপ। বাবা পেশায় ফটোগ্রাফি ও মুদি দোকানের ব্যবসায়ী। দিনে ৬ ঘন্টা পড়াশোনা করতে সন্দীপ।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে কৃষি শ্রমিকের ছেলে

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার রামকৃষ্ণপুর পিডিজিএমএম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সামা উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে সীমান্ত গ্রামের ছাত্র। অল্প কৃষি জমিতে ফসল চাষের পাশাপাশি বাবা কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন। বলা যায়, আবু সমরের এই সাফল্য কার্যত তার নিজের পরিশ্রম ও ইচ্ছাশক্তির কারণে। সে ভবিষ্যতে ইউপিএসসিতে ভর্তি হতে চায়। আবু সামার বাবা সম্ভবত বুঝতে পারছেন না তার ছেলে কতটা ভালো করেছে।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে তৃণমূল নেতারা

উত্তর দিনাজপুর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও তৃণমূল নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল এজেন্সির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস।। বুধবার বিকেলে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মিছিল।। মিছিলটি তৃণমূল দলীয় কার্যালয় থেকে বের করা হয়।। মিছিলটি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে পাঞ্জিপাড়া বাজার পরিক্রমা করে সমাপ্ত করা হয়।। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোলাম রসুল ওরফে মনি, পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খান, মহম্মদ মাসুম, মহম্মদ রাহি, মাজাহার আলম সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।।

জেলা পুলিশের নির্দেশে তল্লাশি অভিযান চাঁচল সদর বাজারে

মালদা ঃ এগরা,বজবজ ও মালদা কান্ডের জের।পরপর আগুন ও বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ রয়েছে পুলিশ প্রশাসন।ফের তৎপর হয়েছে পুলিশ।জেলা পুলিশের নির্দেশে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।তল্লাশি অভিযানে নামেন চাঁচল থানার আইসি পুর্ণেন্দু কুণ্ডু।সঙ্গে ছিলেন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের কর্মীরা।বুধবার চাঁচল সদর বাজারের একাধিক দোকান ও গোডাউনে তল্লাশি চালায় পুলিশ আধিকারিকেরা।তবে গোডাউনের ঘিঞ্জি দৃশ্য দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশ আধিকারিকেরা।একাধিক ঘিঞ্জি গোডাউন ও দোকানগুলিতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকায় কড়া বার্তা দেন পুলিশ।মালিকদের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশি চালিয়েও শব্দবাজি ও কার্বাইড পাওয়া যায়নি।তবে পাওয়া গেলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

বাগডোগরা টিপু খোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে সাফাই অভিযান

শিলিগুড়ি ঃ প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে বাগডোগরা বনদপ্তর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা টিপু খোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে সাফাই অভিযান চালালো। এদিন ওই এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে থাকা প্লাস্টিক ও জঞ্জাল সাফাই করে এলাকাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। আজকের কর্মসূচিতে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়ার বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের NSS Unit ১ ও unit ২ এর ছাত্রছাত্রীরা ও সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি এলাকার সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যারা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কার্শিয়া ডিভিশনের ADFO Bhupen Biswakarma, Bagdogra Forrest Ranger Samiran Raj , NWA President Anujit Basu NSS Unit এর ছাত্রছাত্রীসহ গ্রুপের সদস্যারা।

চা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে গেট মিটিং

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের বর্ধিত ১৮ টাকা বেতন প্রদানের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিং এ সামিল হলো তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। এদিন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী, বীচ, দলসিংপাড়া,চুয়াপাড়া,ডীমা,ভা তখাওয়া, মধু সহ বিভিন্ন চা বাগানে এক ঘণ্টা গেট মিটিং আয়োজিত হয়। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও জানান শ্রমমন্ত্রী চা শ্রমিকদের ১৮ টাকা দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু মালিকপক্ষ এই বর্ধিত বেতন দিতে ইচ্ছুক নয়। তারা এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেছে। আমাদের দাবি শীঘ্রই চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। নচেৎ আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবো।

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে মন্দিরে পূজো দিতে ভীড় জমিয়েছেন বাড়ির মহিলারা

জলপাইগুড়ি ঃজামাই ষষ্ঠী। আর জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পূজো দেওয়ার হিরিক দেখা গেল ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালি মন্দিরে। এদিন সকাল থেকে মন্দিরে ময়নাগুড়ি শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গার মহিলারা আসেন পূজো দিতে। কার্যত ষষ্ঠী পূজোয় মেতে উঠেছেন মহিলারা। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে অন্যতম ষষ্ঠী পূজো বা জামাই ষষ্ঠী পার্বন। জামাইয়ের মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করে শাশুড়ি মায়েরা এই ব্রত পালন করেন। জামাইদের এই উৎসবকে ঘিরে যুগ যুগ ধরে বাঙালি বাড়িতে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন হয়ে আসছে। সকাল থেকে না খেয়ে নানা নিয়মের পালন করে এই ব্রত উদযাপন করেন শাশুড়িরা।

দুষ্কৃতী ও পুলিশের গুলির লড়াইয়ে চাঞ্চল্য শীতলকুচিতে

কোচবিহার ঃ এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ছয় রাউন্ড গুলি চালালো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের নগরনেপরা গ্রামে। ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক জখম হয় বলে অভিযোগ।গতকাল রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, আজিজুল মিয়াঁ নামে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী বাড়ি ফিরেছে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। আজিজুল মিয়ার বিরুদ্ধে গোরু পাচার ও গুলি চালানো সহ একাধিক মামলা রয়েছে। রাত সাড়ে ১০টায় শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী আজিজুল মিয়াঁর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ দরজায় ধাক্কা মারতেই আজিজুল মিয়াঁ ও তার এক সঙ্গী বাড়ির পেছনে প্রাচীর টপকে বের হয়। পুলিশের ঘেরাটপে পড়েছে বুঝতে পেরে এলপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। শীতলকুচি থানার পুলিশও পালটা ছয় রাউন্ড গুলি চালায়।অন্ধকারে থাকায় আজিজুল মিয়াঁ পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে সমন্বয় মেলবন্ধননামে এক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করলো জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ

আলিপুরদুয়ার ঃ বিজেপির বাংলা ভাগের চক্রান্ত এবং জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে সমন্বয় মেলবন্ধননামে এক কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করলো জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ।শহরের পার্করোডে জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ কার্যালয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সভাপতি সমীর ঘোষ।এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর এবং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীত ধর সহ একঝাঁক তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কর্মীরা।তৃণমূল সূত্রে খবর বৃহস্পতিবার থেকেই পুজো দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। জেলার ৬৪ টি অঞ্চল এবং ২ টি শহরে ২২ দিন ব্যাপি চলবে এই কর্মসূচি।পাশাপাশি বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে রাত্রিবাস করবে জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সভাপতি।বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত ছাড়াও বিভিন্ন কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার কথা শুনবে জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ।এদিন শহরের এক কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে এই কর্মসূচির শুভ যাত্রা শুরু করে জেলা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ।তৃণমূল ছাত্রপরিষদের এই যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ একঝাঁক তৃণমূল ছাত্রপরিষদের ছাত্রছাত্রীরা।এদিন আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ ১ নং গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিলি করে তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। অন্যদিকে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের এই কর্মসূচিকে নিছকই নাটক বলে কটাক্ষ করেন জেলা বিজেপি।জেলা বিজেপির বিধায়ক মনোজ ওরাও বলেন চাকরির জন্য বেকার রা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।তাদের পাশে দাড়াক।চাকরির জন্য দোরে দোরে ঘুরছে।পুলিশের মার খাচ্ছে। তাদের পাশে দাড়াক।ভুয়ো শিক্ষক দের খুজে বার করুক।এই সমস্ত স্ট্যান্টবাজি করলে তো হবেনা।তারা মান পাবেনা। পেছনে চোর বলবে।আমি এ থেকে বেরিয়ে এসে বেকার শিক্ষক দের পাশে দাড়াক।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের এই কর্মসূচি যথেষ্টই অস্বস্তিতে ফেলবে জেলার গেরুয়া শিবিরকে।

চকচকা শিল্প তালুকে ৮৫০মিটার কংক্রিটের ড্রেনের কাজের সূচনা

কোচবিহার। কোচবিহারের চকচকা শিল্প তালুকের ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করে তুলতে ৮৫০মিটার কংক্রিটের ড্রেনের কাজের সূচনা হলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওই কাজের সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সুচিস্মিতা দত্ত শর্মা সহ আরো অন্যান্যরা। জানা গেছে, কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থানু করলে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ওই কংক্রিটের তৈরির কাজ শুরু করা হলো এদিন। কোচবিহারের চকচকা শিল্প তালুক থেকে মরা তোর্সা পর্যন্ত প্রায় ৮৫০মিটার ওই ট্রেন তৈরি করা হবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, শিল্পতালুকে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এদিন ৮৫০ মিটার কংক্রিটের ড্রেন তৈরির কাজে সূচনা হলো।

সুধানি নদীতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ সুধানী নদীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৩ শিশুর। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৩ শিশু সম্পর্কে ৩ ভাই বোন তাদের নাম রোজিনা খাতুন (বয়স ৯), তাসিনা খাতুন (বয়স ৭) এবং মহঃ রিজুয়ানু (বয়স ৪)। তাদের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের করনদিঘি থানার দোমহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম চৌনাগারা গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ি থেকে খানিক দূরে সুধানী নদীতে স্নান করতে যায় তারা ৪ শিশু। তাদের মধ্যে ৩ ভাই বোন ও ১ প্রতিবেশী আত্মীয় শিশু ছিল। সেখানেই ৩ ভাইবোনের মেঝো বোন নদীর হাটু জলে নেমে আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যায়। কোলে তাদের ছোট ভাইকে নিয়েই বড় বোন তাকে বাঁচাতে গেলে তারাও তলিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে তাদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে করনদিঘি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষনা করেন।

এদিকে ময়না তদন্ত না করে মৃতদেহ ৩টি নিয়ে বাড়িতেই চলে যান পরিজনেরা। তবে অগভীর সুধানী নদীতে এই মরশুমে হাটুজল থাকার কথা, সেখানে কিভাবে আচমকা গভীর জলে ডুবে গেলো ওই ৩ শিশু? এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘী থানার পুলিশ।এলাকাবাসীদের অভিযোগ, অবৈধভাবে ওই নদী থেকে লাগাতার বালি তোলার কারবার চালাচ্ছে বালি মাফিয়ারা। যে কারনে অগভীর নদীর যেখানে সেখানে বড়বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। আর সে কারনেই এই মৃত্যুর ঘটনা বলে স্থানীয়দের দাবী।

তৃণমূল কংগ্রেস নির্মাণে বিশ্বাস করে না, লুটপাটে বিশ্বাস করে আনন্দময় বর্মণ, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করায় বিক্ষুব্ধ বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ ২৮ মে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ উপলক্ষে জমকালো অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সহ ১৯টি বিরোধী দল এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছে।এর মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনে তার আপত্তি রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসও নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণা করেছে, যার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরিতে বিশ্বাস করে না, লুণ্ঠনে বিশ্বাস করে।একই সঙ্গে তিনি বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভায় তাঁর পরাজয় দেখে তৃণমূল নেতারা ক্ষোভে লাগামহীন বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন একটি গর্বের বিষয়। এ নিয়ে কোনো রাজনীতি করা উচিত নয়।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নামলো গ্রামবাসীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নামলো গ্রামবাসীরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত বিন্দোল গ্রামপঞ্চায়েতের পরিহারপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বিন্দোল চৌরাস্তা মোড় থেকে সীমান্ত এলাকা কয়লাডাঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনকে বারংবার এই রাস্তা নির্মানের কথা জানানো হলেও এই ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বেহাল রাস্তার কারনে সাধারণ মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এমনকি সীমান্ত এলাকায় অনেকটা ঘুর পথে যেতে হচ্ছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের। ভোটের সময় এলে সব দলের নেতা নেতৃত্বরা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায়। ভোট পেরিয়ে গেলে তাদের আর দেখা মেলে না বলে অভিযোগ। যে কারনে দল বল নির্বিশেষে পথ অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাস্তার কাজ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছে গ্রামবাসীরা।

মূক ও বধির নাবালিকাকে গণ ধর্ষনের অভিযোগ তৃণমূল নেতার ভাই গ্রেফতার

মালদা ঃ মুক ও বধির নাবালিকাকে গণ ধর্ষনের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল নেতার ভাই সহ বেশ দুইজনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যের ভাই ও এক বন্ধু মিলেই প্রতিবন্ধী ঐ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতেই নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার পঞ্চনন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আরেক অভিযুক্ত গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন।অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে কংগ্রেস ও বিজেপি।দল কোনোভাবেই অভিযুক্তদের পাশে থাকবে না যথাযোগ্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে দাবী জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। জানা গিয়েছে,মুক ও বধির নাবালিকা ২২ মে তার কাকার বাড়ি যাচ্ছিলো। পথে ফাঁকা আম বাগানের মধ্যে থেকে মাসুম শেখ সহ সহ দুইজন ওই নাবালিকাকে মুখে গামছা দিয়ে চেপে তুলে নিয়ে যায় একটি ফাঁকা বাড়িতে। সেখানে তাকে মাসুম শেখ সহ বশ কয়কজন ধর্ষন করে বলে অভিযোগ ওই নাবালিকার। সেখান থেকে কোনো রকমে কাঁদতে কাঁদতে নাবলিকা পালিয়ে বাড়ি চলে আসে।ঘটনা তার মা দেখত পেয়ে তাকে জিঞ্জাসা করলে সমস্ত ঘটনা আকার ইঙ্গিতে বলে।এরপরই পরিবারের সদস্যরা মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত মাসুম শেখকে গ্রেফতার করেছে। দক্ষিন মালদা জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। কিন্তু তৃণমূলের নেতা কর্মীরা যে ভাবে খুন ধর্ষনে যুক্ত হয়ে পরছে সে ভাবার বিষয়। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি বলছে। তিনি প্রতিটা মিটিংএ অনেক বড়বড় কথা বলেন। প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। কিন্তু আদপে মনে হচ্ছে সেগুলো ভুয়ো নির্দেশ। তার কথা কেউ প্রশাসনের শুনছে না। তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি শুভময় বসু বলেন,দল কোনোভাবেই অভিযুক্তদের পাশে থাকবে না যথাযোগ্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে দাবী জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী শিরিন আলম

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী শিরিন আলম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে শিলিগুড়ি ও গোটা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে, সে ৪০নম্বর ওয়ার্ডের আশরাফ নগরের বাসিন্দা তাকে সংবর্ধনা জানাতে পৌঁছলেন ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে পূজা মুক্তার সহ সংগঠনের সদস্যরা।

অবৈধ হোডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি। অবৈধ হোডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সালুগাড়া এলাকায় পুরনিগমের তরফে অভিযান চালিয়ে অবৈধ হোডিং গুলি খুলে ফেলা হয়।অবৈধ হোডিংয়ে মুখ ঢাকছে শহরের ।বারবার পুরনিগমের কাছে এমন ধরনের অভিযোগ আসার পর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা য়ের উপস্থিতিতে অবৈধ হোডিং এর বিরুদ্ধে অভিযান চালালো শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন শালুগাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন থাকা অবৈধ হোডিং গুলি খুলে ফেলা হয়। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে এই ধরনের অভিযান লাগাতার জারি থাকবে।

রাস্তার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ

শিলিগুড়ি ঃ গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে রাস্তার শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ । বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ির গাজিজোত সংসদে পশ্চিম পাটারাম জোতে প্রায় ৩লক্ষ২৪হাজার টাকায় ২১১মিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা সহ অন্যান্যরা। কিশোরী মোহন সিংহ বলেন, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কোনো রাস্তা ছিলোনা সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য এই রাস্তার শিলান্যাস করা হলো। অপরদিকে স্থানীয়রা জানান রাস্তা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হতো। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় অনেক সুবিধা হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম প্লাস্টিক দূষণ এড়ানো

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস (ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে) হলো পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা এবং পদক্ষেপকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ৫ জুন পালিত দিবস। এটি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দ্বারা সমর্থিত এবং পরিবেশকে সমর্থনকারী প্রাথমিক জাতিসংঘের প্রচার দিবসের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭৩ সালে দিবসটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, এবং এরপর থেকে প্রতি বছর দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, ভিন্নভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হচ্ছে।

২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম BeatPlasticPollution বা প্লাস্টিক দূষণ এড়ানো।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের পঞ্চাশ বছর জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর নেতৃত্বে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ই জুন অনুষ্ঠিত হয়, বিশ্ব পরিবেশ দিবস হল পরিবেশগত জনসাধারণের প্রচারের জন্য বৃহত্তম বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম এবং সারা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদযাপন করে। এই বছর, জাতিসংঘের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজক দেশ আইভরি কোস্টে অনুষ্ঠিতহচ্ছে।ভারতে প্রধান কার্যাবলী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং কমিটি, প্রতিটি রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের নিজস্ব প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৪ সালের মধ্যে প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী চুক্তি

গত বছর, ১৭৫টি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র প্লাস্টিক দূষণের অবসানের জন্য একটি ঐতিহাসিক রেজোলিউশন অনুমোদন করেছে এবং একটি আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি তৈরি করেছে যা ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ প্রস্তুত হবে। প্যারিস চুক্তির পর এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বহুপাক্ষিক চুক্তি। এটি এই প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বীমা পলিসি, তাই তারা প্লাস্টিকের সাথে বাঁচতে পারে এবং এটির দ্বারা ধ্বংস হবে না।

আপনি কি জানতেন?

বছরে প্রায় ১১ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। এটি ২০৪০ সালের মধ্যে তিনগুণ হতে পারে। ৮০০ টিরও বেশি সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় প্রজাতি এই দূষণ দ্বারা ভোজন, জট এবং অন্যান্য বিপদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

একটি বৃত্তাকার অর্থনীতিতে (সার্কুলার ইকোনোমি) স্থানান্তরিত হলে ঃ

২০৪০ সালের মধ্যে মহাসাগরে প্লাস্টিকের প্রবেশের পরিমাণ ৮০ শতাংশেরও বেশি কমে যাবে

ভার্জিন প্লাস্টিক উৎপাদন ৫৫ শতাংশ হ্রাস পাবে

২০৪০ সালের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সরকারকে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় করবে

২৫ শতাংশ দ্বারা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসপাবে

এবং,৭ লক্ষ অতিরিক্ত চাকরি তৈরি হবে প্রধানত বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধে।

প্লাস্টিক দূষণের সমাধান

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়, যার অর্ধেক শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ শতাংশেরও কম পুনর্ব্যবহারযোগ্য।

আনুমানিক ১৯-২৩ মিলিয়ন টন বার্ষিক হ্রদ, নদী এবং সমুদ্রে শেষ হয়। এটি প্রায় ২,২০০ টি আইফেল টাওয়ারের ওজন।

মাইক্রোপ্লাস্টিকস - ৫ মিমি ব্যাস পর্যন্ত ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা - খাদ্য, জল এবং বাতাসে তাদের পথ খুঁজে পায়। এটি অনুমান করা হয় যে গ্রহের প্রতিটি ব্যক্তি প্রতি বছর ৫০,০০০ এরও বেশি প্লাস্টিকের কণা গ্রাস করে - এবং আরও অনেকগুলি যদি শ্বাস নেওয়া হয়।

ফেলে দেওয়া বা পোড়ানো একক ব্যবহারের প্লাস্টিক মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে এবং পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের তল পর্যন্ত প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রকে দূষিত করে।

সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য উপলব্ধ বিজ্ঞান এবং সমাধানের সাথে, সরকার, কোম্পানি এবং অন্যান্য অংশীদারদের এই সংকট সমাধানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এটি বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে রূপান্তরমূলক কর্মকে একত্রিত করার জন্য এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্বকে বোঝায়।

কেন অংশ নেবেন?

সময় ফুরিয়ে আসছে, এবং প্রকৃতি জরুরী মোডে রয়েছে। এই শতাব্দীর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হলে, ২০৩০সালের মধ্যে আমাদের বার্ষিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে অর্ধেক করতে হবে। কোনো পদক্ষেপ না নিলে, নিরাপদ নির্দেশিকা অতিক্রম করে বায়ু দূষণের সংস্পর্শে এই দশকের মধ্যে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্লাস্টিক বর্জ্য প্রবাহিত হবে প্রায় তিনগুণ, ২০৪০ সালের মধ্যে।

এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আমাদের অবিলম্বে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

ডাম্পারের তলায় মোটরবাইক জখম দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - বৃহস্পতিবার সকালে হরিনশিঙ্গা থেকে মোটরবাইকে ফল কিনে ফেরার পথে শালডাঙ্গা খাদানের কাছে মোটরবাইককে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার । মোটরবাইক ডাম্পারের তলায় ঢুকে ভেঙ্গে যায় । জখম হয় দুইজন । তাদের মধ্যে একজন হলো বাবলু সোরেন । জখম দুইজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ডাম্পারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু খুনের অভিযোগ পরিবারের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) খয়রাশোল ব্লকের পাথরকুচি গ্রামে রিয়া বাউড়ী নামে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । পয়লা জুন সকালে বাড়ী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে খয়রাশোল থানার পুলিশ । খয়রাশোল থানার পুলিশ লিখিত কাগজ না দেওয়ায় চব্বিশঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শুক্রবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় নি বলে অভিযোগ মৃত গৃহবধূ রিয়া বাউড়ীর বাপের বাড়ীর লোকজনের । রিয়ার বাপের বাড়ী কুখুটিয়ার স্বরলাপাড়া গ্রামে । শুক্রবার দুপুর বারোটায় সিউড়ি হাসপাতালের ময়নাতদন্তের ঘরের সামনে বসে মৃতের বাবা বাবলু বাউড়ী বলেন, গলায় দড়ি নিয়ে মরেছে বলে আমাদের খবর দেয় কিন্তু গিয়ে দেখি উঠানে শোয়া রয়েছে । পাঁচড়া মোড়ে লাশ এনে খয়রাশোল থানার পুলিশ ছেড়ে দেয় । তারপর আমরা লাশ সিউড়ি হাসপাতালে

উদ্ধার গোরু গ্রেপ্তার দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গাংমুড়ি জয়পুর অঞ্চলের ঝাড়খণ্ড সীমান্ত থেকে কন্টেনার ভর্তি পঁয়ত্রিশটি গোরু উদ্ধার করে রাজনগর থানার পুলিশ । দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতরা হলো - মহম্মদ জুনেদ এবং শাকিল কুরেসি । ধৃতদের শুক্রবার সিউড়ি আদালতে তোলা হয় । উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি জয়পুরের সরকারি খোয়াড়ে রাখা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । আসামীদের আইনজীবী বিবেকানন্দ পৈতনডি বলেন, বিহারের গোরুর হাট থেকে গোরুগুলি কিনে বিভিন্ন হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ।

ব্যোমা উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) গোপনসূত্রে খবর পেয়ে থুরসরা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত তাকোড়া গ্রামের খড়ের গাদা থেকে দুই ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ । বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নানুর থানার পুলিশ ।

ট্রেন দুর্ঘটনায় বীরভূমের পাঁচ শ্রমিক উৎকণ্ঠায় পরিবার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) দোসরা জুন সন্ধ্যা সাতটা ওড়িশা রাজ্যের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে বেলাইন শালিমার থেকে চেন্নাই সেংট্রালগামী করমন্ডল এক্সপ্রেসের কামরা পাশের লাইনে পড়ে তখন পাশের লাইনে তীব্র গতিতে ছুটে চলা হাওড়াগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেস এবং একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খায় ইঞ্জিন ও কামরাগুলো । করমন্ডল এক্সপ্রেসের অন্তত কুড়িটি কামরা লাইন থেকে ছিটকে যায় । দুর্ঘটনায় দুইশো আটত্রিশজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বীরভূম জেলার পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিক । গ্রামে পরব থাকার জন্য বাড়ী ফিরছিল বীরভূম জেলার সিউড়ি একনং ব্লকের নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝোরো গ্রামের বাবলু মাল,মহিম ডোম,শ্যামসুন্দর ডোম,সুজাতা ডোম এবং অনিল ডোম । তারা প্রত্যেকেই রাজমিস্ত্রি লেবারের কাজ করতো । এখনও পর্

ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু বীরভূম জেলারে এক মহিলারে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) দোসরা জুন সন্ধ্যা সাতটা ওড়িশা রাজ্যের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে বেলাইন শালিমার থেকে চেন্নাই সেংট্রালগামী করমন্ডল এক্সপ্রেসের কামরা পাশের লাইনে পড়ে তখন পাশের লাইনে তীব্র গতিতে ছুটে চলা হাওড়াগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেস এবং একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খায় ইঞ্জিন ও কামরাগুলো । করমন্ডল এক্সপ্রেসের অন্তত কুড়িটি কামরা লাইন থেকে ছিটকে যায় । দুর্ঘটনায় দুইশো একষটটিজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বীরভূম জেলার ছয় বাসিন্দা ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এই ট্রেন দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে । এই ঘটনায় জানা যাচ্ছে ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন আহত হয়ে বাড়ি ফিরলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতের নাম রিতা বাগদী । স্বামীর নাম স্বাধীন বাগদী । বাড়ী দুবরাজপুর ব্লকের গোহালিয়াড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন

ট্রেন দুর্ঘটনায় জখমদের দেখতে হাসপাতালে জেলাশাসক বিধায়ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ওড়িশা রাজ্যের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় বীরভূম জেলার এক মহিলার মৃত্যু হয় । মৃতের নাম রীতা বাগদী,বাড়ী দুবরাজপুর ব্লকের পলাশবুনি গ্রামে । দুবরাজপুর ব্লকের পাঁচজন এবং সাইথিয়া ব্লকের আটজন জখম হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বোলপুরের একজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । শনিবার দুপুরে জখমদের দেখতে হাসপাতালে যান জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এবং সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক নীলাবতী সাহা । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, অত্যনত মর্মান্তিক ঘটনা । ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম । প্রায় কুড়ি থেকে বাইশজনের মতো মানুষজন এসেছে । মানুষজন ঘোরের মধ্যে আছে ।

ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের বাড়ীতে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ওড়িশা রাজ্যের বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় বীরভূম জেলার এক মহিলার মৃত্যু হয় । মৃতের নাম রীতা বাগদী,বাড়ী দুবরাজপুর ব্লকের পলাশবুনি গ্রামে । দুবরাজপুর ব্লকের পাঁচজন এবং সাইথিয়া ব্লকের আটজন জখম হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বোলপুরের একজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । শনিবার সন্ধ্যায় মৃত রীতা বাগদীর বাড়ীতে যান উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা । সঙ্গে ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা,জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা । উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য সারাদেশে সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করেছে । বীরভূমে এসে শোক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই । নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝোড়ো গ্রামের একজন কটক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । পলাশবনি গ্রামের মৃত রীতা বাগদীর বাড়ীতে এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম । কেন্দ্র সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করবে । গ্রামে এসে দেখলাম আলো নেই রাস্তা নেই । গ্রামটা খুবই গরিব ।

পুরী তে শ্রী জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা

সম্পাদকীয়

এরদোয়ানকে কেন অভিনন্দন জানাতে দেরি করেনি পশ্চিমারা

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আবার ক্ষমতায়। নির্বাচনে জেতার পরপরই তাঁকে দ্রুত বিশ্বনেতাদের অনেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তুরস্কের বৈশ্বিক কৌশলগত তাৎপর্য কী, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষ করে রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে এই বিশ্বনেতাদের বাইরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হচ্ছেন আলাদা। তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে উজ্জীবিত করতে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, ভোটের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার আগেই এরদোয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তুরস্কের যে নীতি রাশিয়ার বিশেষভাবে পছন্দ, তা হচ্ছে ইউক্রেনে আগ্রাসনের পর ক্রেমলিনকে একঘরে করে দিতে এরদোয়ানের অস্বীকৃতি। এমনকি ন্যাটোতে তুরস্কের মিত্ররা রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরও এরদোয়ান সেই পথ ধরেননি। দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে

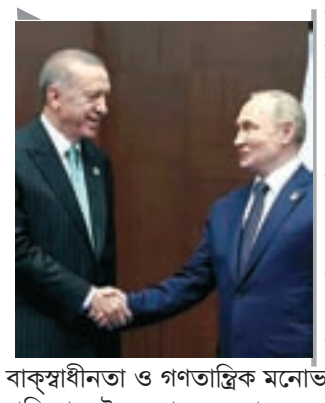

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর পাঠানো বার্তাও বেশ উষ্ণ ছিল। ক্রেমলিনের প্রতি এরদোয়ানের সহানুভূতিশীল হওয়া এবং ক্ষমতার দুই দশকে ঘরের ভেতরে বাক্স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব টেনে ধরার বিষয়টি পশ্চিমা এই নেতাদের অপছন্দ হলেও দিন শেষে তুরস্ক তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। এরদোয়ান হচ্ছেন এমন এক নেতা, যিনি একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, আবার ইউক্রেনেও সামরিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা ঘটিয়ে গম সরবরাহব্যবস্থা সচল করে সুনাম কুড়িয়েছেন, যে গমের ওপর বিশ্বের বড় একটি অংশ নির্ভরশীল। একই সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছেন। একসময় তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যুক্ত করতে এরদোয়ান প্রবল উৎসাহী থাকলেও তাঁর বক্তব্য এখন, 'মেকিং তুর্কি গ্রেট অ্যাগেইন'। এর জন্য তিনি তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতিকে আরও বেশি স্বতন্ত্র করার উদ্যোগ নিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে তার মিত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত লেনদেনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। পশ্চিমারা তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্বকে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সেতু হিসেবে বর্ণনা করত। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন তুরস্কের সেই মর্যাদা পাল্টে দিয়েছে। ক্ষমতার তৃতীয় মেয়াদে পদার্পণ করার মধ্য দিয়ে এরদোয়ানের কাছ থেকে পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের চমক আশা করছেন অনেকেই। তুরস্ক কী করে, সেটিই এখন দেখার বিষয়। সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য করতে তুরস্কের অনুমোদন লাগবে এবং এর জন্য এরদোয়ানকে রাজি করাতে হোয়াইট হাউসের ব্যাকুলতাও দেখা যায়। কারণ, বাল্টিক সাগরে অবস্থান জোরদার করতে ন্যাটোতে সুইডেনকে অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমারা মনে করে, তুরস্কে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে এরদোয়ানকে বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সে কারণে সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের ব্যাপারে তুরস্কের নমনীয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে পশ্চিমারা। একমাত্র তুরস্ক আর হাঙ্গেরির কারণেই বিষয়টি আটকে আছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট মাখোঁ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে এরদোয়ানের কাছ থেকে আশ্বাস পেতে আগ্রহী। ২০১৫ সালে সৃষ্ট হওয়া এ সমস্যার ফলে ১০ লাখের বেশি শরণার্থী ও অভিবাসী মানবপাচারকারীদের সহায়তায় অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইইউ দেশগুলোতে ঢুকে পড়েন। মূলত বেশির ভাগই সিরীয় নাগরিক।

ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী হবে?

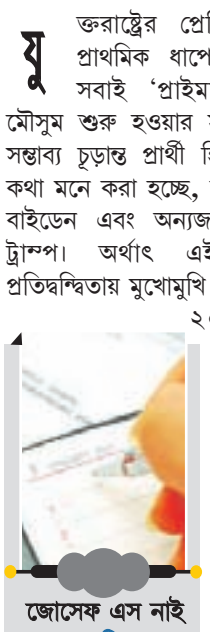

জোসেফ এস নাই
প্রাবন্ধিক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপের প্রচার (যেটিকে সবাই 'প্রাইমারি' বলে থাকে) মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে যে দুজনের কথা মনে করা হচ্ছে, তাঁদের একজন জো বাইডেন এবং অন্যজন হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থাৎ এই দুজন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখোমুখি হবেন।

২০২০ সালের নির্বাচনী নকশা অবলম্বনে বিচার করা হলে বাইডেনই জয়ী হবেন বলে মনে হয়। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেভাগে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না এবং দুই নেতার স্বাস্থ্যগত, আইনি অথবা অর্থনৈতিক অবস্থা ঘিরে ঘটা যেকোনো চমকে দেওয়া ঘটনা যেকোনো সময় দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে। সে কারণে আমার অনেক বিদেশি বন্ধু আমাকে সমানে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন, ট্রাম্প যদি সত্যি সত্যি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। কারণ, ট্রাম্প নিজেই অনিশ্চিত মেজাজের লোক এবং তাঁর মতিগতি নিয়ে আগেভাগে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কার্যালয়ই ছিল প্রেসিডেন্টের কার্যালয় এবং তাঁর রাজনৈতিক আচরণও ছিল অত্যন্ত অপ্রচলিত।

টেলিভিশনের রিয়েলিটি শোর তারকা হিসেবে ট্রাম্পের সাফল্য এটিই প্রমাণ করে, তিনি সব সময়ই ক্যামেরার মনোযোগ আকর্ষণে ব্যস্ত ছিলেন আর সে কারণেই তাঁকে আমরা এমন সব কথাবার্তা বলতে শুনেছি, যা সত্য থেকে অনেক দূরবর্তী। তাঁকে এমন সব আচরণ করতে দেখেছি, যা প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙে দেয়।

ট্রাম্প এ বিষয়ে অবহিত যে বিশ্ববাণিজ্যের অসম অর্থনৈতিক প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অভিবাসন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়ে মার্কিন নাগরিকদের মনে জমে থাকা ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে তিনি জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে কলেজের গণ্ডি পার হননি, এমন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধদের উন্মত্ত করে তুলতে পারেন। ক্রমাগত জনতুষ্টিবাদী, সংরক্ষণবাদী ও জাতীয়তাবাদী ভাষণ দিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় থেকেছেন।

২০১৬ সালের আগে বহু মানুষ মনে করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক আবেদনকে প্রসারিত করে সমর্থক ও বিরোধী সব মহলের প্রেসিডেঃট হবেন। বেশির ভাগ রাজনীতিকই তাই করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও তিনি সবার হতে পারেননি তিনি অনুগতদের প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন এবং যাঁরাই তাঁর সমালোচনা করেছেন, এমনকি তাঁরা নিজের দলের কংগ্রেসম্যান হলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে সেই অনুগত গোষ্ঠীকে খেপিয়ে তুলেছেন।

রিপাবলিকানদের মধ্যে পর্যন্ত যাঁরা প্রকাশ্যে ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা

তাঁদের ট্রাম্পসমর্থিত প্রতিপক্ষদের কাছে হেরে গেছেন। এর ফলে ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টিতে প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তাঁর উগ্র ডানপন্থী আবেদনের কারণে হয়তো তাঁকে প্রধান প্রধান দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে কিছু উদার রিপাবলিকান ও দলনিরপেক্ষ ভোটারদের সমর্থন হারাতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যে আচরণ করে গেছেন, সেটি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরেননি। তিনি এখনো ২০২০ সালের নিজের পরাজয়কে স্বীকার করেন না এবং এখনো উগ্র রক্ষণশীল অনুগতদের জমায়েত করে হোয়াইট হাউসে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। ফলে যদি ট্রাম্প ফিরে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি আবার অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প নিজেকে তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে একেবারে আলাদা প্রকৃতির বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রায়ই বড় ধরনের নীতির বিষয় (এমনকি মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার কথা) টুইটারে ঘোষণা দিতেন এবং মনে হতো, তিনি কতকটা তাৎক্ষণিক ঝোঁকের বশে এসব ঘোষণা দিতেন। হুটহাট করে যাঁকে তাঁকে, যখন তখন বরখাস্ত করার কারণে তাঁর প্রশাসনে শীর্ষ কর্মীদের ঘন ঘন পরিবর্তন এবং পরস্পরবিরোধী নীতির বার্তা ঘোষণার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর নিজের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ক্ষমতাও ছেঁটে দিয়েছিলেন। তাঁর কোনো কাজ কারও পক্ষে আগেভাগে বুঝে উঠতে না পারার বিষয়টিকে তিনি তাঁর প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ট্রাম্প ঐতিহ্যগত রিপাবলিকান নীতির বাইরে গিয়ে গভীরভাবে নিজস্ব নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য খাতে সুরক্ষাবাদী মতামত প্রকাশ করে আসছেন এবং আমেরিকার মিত্ররা বাণিজ্যিক সংহতির নামে আমেরিকার কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে দাবি করে জাতীয়তাবাদী বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

তিনি প্রকাশ্যে ১৯৪৫ পরবর্তী উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ন্যাটোকে একটি অসার সংগঠন বলে ঘোষণা করেছেন। এর ফলে তাঁর সাবেক অন্যতম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে তিনি ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। ট্রাম্প সম্প্রতি তাঁর দিক থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'ন্যাটোর উদ্দেশ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করতে আমার প্রশাসন যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, আমরা তা অবশ্যই শেষ করব।'

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে এনেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তদবিরে করা আন্তপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারত্ব থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। তিনি মিত্রদেশগুলো থেকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে বাণিজ্য শুল্ক বসিয়েছিলেন চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছিলেন ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন জি৭-এর কড়া সমালোচনা করেছিলেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করা কুখ্যাত কর্তৃত্ববাদী শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন এবং ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন দেওয়া থেকে দূরে ছিলেন।

জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের সময় আমেরিকার প্রাধান্যবিস্তারী ক্ষমতা বা সফট পাওয়ার লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। টুইটার বার্তা একটি বৈশ্বিক অ্যাজেন্ডাকে যেমন তৈরি করতে সাহায্য করে, আবার সেই বার্তার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি অন্য দেশকে আহতও করতে পারে। ট্রাম্প বরাবরই মানবাধিকার বিষয়ে খুবই কম মনোনিবেশ করেছেন। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে যে সুবিধা ভোগ করে এসেছে, তিনি তাও খর্ব করেছেন।

ট্রাম্প জনমতকে নিজের দিকে টানার যোগ্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তাঁর আবেগনির্ভর বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকার মিত্রদের অবস্থানকেও দুর্বল করেছে। যেমন ২০১৮ সালে রাশিয়ার পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার কিম জংউনের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যে আচরণ করে গেছেন, সেটি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরেননি। তিনি এখনো ২০২০ সালের নিজের পরাজয়কে স্বীকার করেন না এবং এখনো উগ্র রক্ষণশীল অনুগতদের জমায়েত করে হোয়াইট হাউসে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। ফলে যদি ট্রাম্প ফিরে আসেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি আবার অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।

সাময়িকী

আমাদের সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক উৎসব হারিয়ে গেল কেন

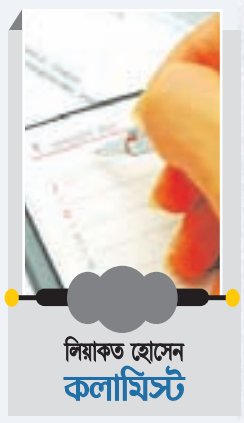

লিয়াকত হোসেন
কলামিস্ট

পুরুলিয়া কলেজে রবীন্দ্রনজরুলকে স্মরণের সময় আজ কোথায়! শুধু রবীন্দ্রনজরুল উৎসব নয়, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারিসহ বিভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে আমাদের সমাজ থেকে। শিক্ষকেরা যদি কোচিংবাণিজ্যে বিভোর হয়ে থাকেন, তাহলে স্কুলকলেজে রবীন্দ্রনজরুলকে স্মরণ করে উৎসব আয়োজন হবে কীভাবে! কিছুদিন আগেই গেল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ, আর এগারোই জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে গেল কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। বর্তমানে আমি বসবাস করি ঢাকার রূপনগর আবাসিক এলাকায়। এই এলাকায় একাধিক স্কুলকলেজ রয়েছে। এর কোথাও ইদানীং নজরুলরবীন্দ্রজয়ন্তী হতে দেখিনি। শুধু চোখে পড়ে স্কুলকলেজের শিক্ষকেরা প্রতিনিয়ত কোচিংবাণিজ্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তাহলে স্কুলকলেজ থেকে বিচিত্রানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক উৎসব হারিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানকালের শিক্ষাপদ্ধতিই কি দায়ী নয়?

আমার জন্মস্থান পিরোজপুর শহরে। আমার কিশোরবেলা কেটেছে সেই মফস্বল শহরে। ১৯৬০-এর দশকের কথা। সেই সময়ে স্কুলকলেজ থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রনজরুলজয়ন্তী পালনের হিড়িক পড়ে যেত। গান, আবৃত্তি, নাটক, কতকী হতো।

আজও ভুলিনি, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' এই গানের সঙ্গে লীলা দেবীর নৃত্যদৃশ্য! শ্রী রবীন যখন গাইতেন 'কারার ঐ লৌহকবাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট', তখন কারও চোখে পড়ত না পলক।

কিন্তু ইদানীং আর শুনতে পাই না সেই অনুষ্ঠান।

পাড়ায় পাড়ায় লেগে থাকত একটার পর একটা অনুষ্ঠান। এক পাড়ার সঙ্গে আরেক পাড়ার সুস্থ প্রতিযোগিতাও চলত। এক মাস আগে থেকে চলত মহড়া। কোনো নামীদামি শিল্পী আনায় তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। স্কুলে কলেজে বা পাড়ায় ছোটবড় সবাই অনুষ্ঠানে অংশ নিতকথা বলতে শেখা শিশু থেকে বয়স্ক খালাদাদারা। কিন্তু ইদানীং সেসব প্রাঞ্জল অনুষ্ঠান কোথায়?

আমাদের পিরোজপুরে সেই সময়ে রবীন্দ্রনজরুলজয়ন্তী অনুষ্ঠান গানে গানে মাতিয়ে রাখতেন ক্ষমা দাসগুপ্তা। কোথায় সেই ক্ষমা দাসগুপ্তা? কেনইবা হারিয়ে গেল রবীন্দ্রনজরুলজয়ন্তী উৎসব!

শিক্ষকেরা আজকে পাড়ায়মহল্লায় তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেন না। সমাজে তাঁরা এখন গুরুত্বহীন হয়ে গেছেন। সবাই এখন কোচিংবাণিজ্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ফলে নজরুলরবীন্দ্রসুকান্তজসীমউদদীনের জন্মজয়ন্তী পালনের অবকাশ কোথায়?

অথ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং কথা

কাঞ্চণ বসু

ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং লোকটা কে সেটা সত্যিই জানতাম না। খবরে তার পদাধিকার (ভারতের রেস্টলিং ফেডারেশন চেয়ারম্যান) ও চেহারা দেখে ভেবেছিলাম কোনো প্রাক্তন ভারতীয় কুস্তিগীর বোধহয়। ৩০-০৫-২০২৩ মঙ্গলবার বিকেলে যখন দেখছিলাম আমাদের দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা কুস্তিগীর এই লোকটার প্রতিকার করতে হরিদ্বারের গঙ্গায় তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক বিসর্জন দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এই ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং সম্পর্কে জানার কৌতুহল বেড়ে গেল। না, ইনি কখনও ক্রীড়া জগতের লোক ছিলেন না। ইনি উত্তরপ্রদেশের এক বাহুবলী রাজনৈতিক নেতা যিনি ছয়ছয়বার উত্তরপ্রদেশ থেকে লোকসভা আসন জিতে এসেছেন। পুলিশ রেকর্ড ধরে এগোলে দেখা যায় এই মানুষটা জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন একজন মোটরবাইক চোর হিসেবে। এরপর আশির দশকে বেআইনিভাবে মদের ভাঁটি চালাতে গিয়ে এলাকায় তার প্রতিপত্তি বাড়ে। তখন মন্দিরে দেওয়া ভক্তদের প্রণামীর পয়সা বাচ্চাদের দিয়ে চুরি করানোর একটা রেকেট চালানোর অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে। এই সময়ই তিনি বিজেপির সাথে যুক্ত হোন। বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য মুলায়ম সিং যাদবের সরকার যে স্থানীয় লোকটিকে প্রথম অ্যারেস্ট করে এবং পরবর্তীকালে সিবিআই যে ৩৯ জনকে সরাসরি বাবরি ভাঙার কাজের যুক্ত থাকার অভিযোগে অ্যারেস্ট করে তার মধ্য প্রথম নামটিই হচ্ছে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগীকে আশ্রয় দেবার অভিযোগে টাডা আইনে তিহার জেলে আটকও ছিলেন কয়েকমাস। তখন অবশ্য ঠিকেদারি কনট্রাক্টারি ব্যবসায় বেশ ভালো পয়সা কামিয়েছেন। এই লোকটাকে ১৯৯১ সালে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের গণ্ডা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করে এবং প্রথমবার সে সাংসদ নির্বাচিত হয়। লোকটার বিরুদ্ধে ৩৮ টা অভিযোগ আছে। চুরি, দাঙ্গা, কিডন্যাপিং, খুন, খুনের চেষ্টা - কিছু বাকি নেই। ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি ব্রিজ ভূষণকে গণ্ডা লোকসভা আসন থেকে সরিয়ে বলরামপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী করে। গণ্ডায় বিজেপির প্রার্থী ছিল ঘনশ্যাম শুক্লা। প্রচার চলাকালীন রোড অ্যাক্সিডেন্টে শুক্লা মারা যান। অটল বিহারী বাজপায়ীও বিশ্বাস করতেন আসলে শুক্লা খুন হয়েছিল, আর খুনী অন্য কেউ নয়। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শরন সিং নিজেই বলেছেন যে অটল বিহারী বাজপায়ী তাকে বলেছিলেন মারোয়া দিয়া? প্রাক্তন জাতীয় রেস্টলিং কোচ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, ও কেবল 'মাফিয়া ডন' না 'ডন অফ মাফিয়া ডনস'। গোটা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে এখন ব্রিজ ভূষণের ৫০ টার বেশি বিরাট বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কী নেই তার? প্রাইভেট জেট, হেলিকপ্টার সব। নিজে সাংসদ, বৌ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, ছেলে বিধায়ক।

ভারতের জাতীয় দলের দুজন মহিলা কুস্তিগীর দিল্লি পুলিশের কাছে সরাসরি অভিযোগ করেন বিদেশ সফরে চেয়ারম্যান ব্রিজ ভূষণ তাদের যৌন নিগ্রহ করে। এদের মধ্যে একজনের বয়স আঠারোর নিচে। দিল্লি পুলিশ অভিযোগ পাবার পরও এফআইআর দায়ের করে নি! অবশেষে ২৮শে এপ্রিল,২০২৩ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ব্রিজ ভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু সাংসদ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং আজও বহাল তবিয়তে রেস্টলিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। ভারতের নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধনে দেশের রাষ্ট্রপতি মাননীয়া দ্রৌপদি মুরমু আমন্ত্রণ না পেলেও ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং আমন্ত্রিত অতিথি!!

জানা অজানা

ধর্ম নিয়ে ঝগড়া নয়,কোনো হিংসা,ঘৃণা ও রক্তপাত নয়

সুনীল কুমার দে

যাদের হীন ভাবনা ও সংকীর্ণ বিচার ধারা তারাই অন্য ধর্ম কে ঘৃণা করে,অন্য ধর্মের লোকদের নিন্দা করে ও তাদের উপর অত্যাচার করে,যে ধর্মে প্রেম ভালোবাসা, দয়া করুনা,সেবা সহিষ্ণুতা ,মায়া, মমতা, পরোপকার ও ত্যাগের ভাবনা নেই সেটা ধর্ম ই নয়,যে ধর্ম পাপ,অনন্ত নরক,ও ভয় দেখায় সেটা ধর্ম ই নয়,আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম মানুষ কে অমৃতের সন্তান বলেছে,সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন এই শিক্ষা দিয়েছে, তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের জননী ও সবথেকে উদার,হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্ম কে ঘৃণা করে না বরং সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে,সব ধর্ম কে স্বীকার করে ও সব ধর্ম কে গ্রহন করে।এ জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ,সব পথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় ,সব পথ ও মতেই তাকে লাভ করা যায় যদি ঠিক ঠিক সাধন ভজন থাকে ও তার প্রতি ভক্তি,প্রেম ও ভালোবাসা থাকে। যত মত তত পথ, তাই ধর্মের নামে ভণ্ডামি, ধর্মান্তরান, অত্যাচার, খুনোখুনি, রক্তপাত,হিংসা ঘৃণা আদি বন্দ হউক।

পাঠকের চিঠি

কীর্তনীয়াদের প্রতি নিবেদন

পদাবলী কীর্তন ভারতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার।যাকে আমরা ধার্মিক সংস্কৃতি ও বলতে পারি।কিন্তু আজকাল পদাবলী কীর্তনের ধারা বদলে গেছে।পদাবলী কীর্তন মনোরঞ্জনের সাধন নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কীর্তনীয়ারা মানুষ কে আনন্দ দিতে গিয়ে কীর্তনের পুরানো ধারা কে বদল করে দিচ্ছেন যা খুবই চিন্তার বিষয়।আগে কথা কম হতো গান বা পদ বেশি হতো।তাল,মাত্রা,সাহিত্য রস পদাবলী কীর্তনে বেশি থাকতো।এখন গান কম কথা বেশি।পদাবলী তো নয় যেন প্রবচন হচ্ছে।তাও আবার পর নিন্দা, পরচর্চা,পরের সমালোচনা কীর্তনে বেশি হচ্ছে।পদাবলী কীর্তনে এখন রবীন্দ্র সংগীত,নজরুল গীতি,ভজন এমন কি ইংরেজি গান ও হচ্ছে।পদাবলী কীর্তন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জীবনীর উপর আধারিত।বর্তমান একজন দিগধ্বজ কীর্তনীয়া প্রচার করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন অসুর ছিলেন।চৈতন্য মহাপ্রভু একজন পাগল ছিলেন।সত্যি এই সব কুলাঙ্গার কীর্তনিয়ারা শিল্পীর নামে কলঙ্ক।এদের সনাতন সমাজ থেকে বহিস্কার করা উচিত।এদের কে কীর্তন করার জন্য কোনো আসরে ডাকা উচিত নয়।সবশেষে কীর্তনীয়াদের বলবো আপনারা ব্যবসা করছেন করুন কিন্তু পদাবলীর গরিমা ও ধারাকে কলঙ্কিত করবেন না।

সুনীল কুমার দে, জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জনসভার মাধ্যমে কুড়মিদের এসটিতে অন্তর্ভুক্তির দাবির তীব্র বিরোধিতা করে আদিবাসী সমাজ

জামশেদপুর ঃ রবিবার চান্ডিল ব্লকের গাঙ্গুডিহ ফুটবল ময়দানে ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশন চান্ডিল মহকুমার ব্যানারে একটি বিশাল আদিবাসী ক্ষোভ জনসভার আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আগে আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর শহীদ সিদো কানহু, তিলকা মাঝি বিরসা মুন্ডা, রঘুনাথ সিং, বুদ্ধু ভগত এবং তেলগানা খড়িয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। চান্ডিল মহকুমা এলাকা ছাড়াও বোরাম, পটমাদা, গামহারিয়া, ঘাটশিলা, সরাইকেলা, রাজনগর, কুচাই, খরসাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঘমুন্ডি, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা ইত্যাদি থেকে আদিবাসী সমাজের প্রায় ২০ হাজার মহিলা, পুরুষ, প্রবীণ এবং তরুণরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয়। শক্তি প্রদর্শন করে, আদিবাসী সম্প্রদায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে এবং জনসভায় পৌঁছে। একই জনসভায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা কুড়মীকে এসটি মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিরোধিতা করেন। সমাবেশে লক্ষ্মী নারায়ণ মুন্ডা বলেন, কুড়মী সম্প্রদায়

যারা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বংশধর মনে করে তারা এখন আদিবাসী হওয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে। কুড়মি আজও নিজেদেরকে উঁচু মনে করে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আজও সিলি বিধানসভা কেন্দ্রে জাতিভেদ প্রবল। আদিবাসী দলিতদের মাহাতো বর্ণের কূপের জল খেতে দেওয়া হয় না। তিনি আরও বলেন, আদিবাসী সমাজের বিধায়ক ও সাংসদরা কুড়মিকে এসটিতে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সমর্থন করলে আদিবাসী সমাজ সেই বিধায়ক ও সাংসদদের সামাজিকভাবে বয়কট করবে। তিনি আরও বলেন, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা যদি কুড়মিকে উপজাতীয় করার সুপারিশ করেন, তাহলে তাকেও সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। এর সাথে, আপনার পূজা পাঠে পণ্ডিতদের দ্বারা পূজা করাবেন না, তবেই উপজাতীয় সমাজ রক্ষা পাবে।
আদিবাসী জন পরিষদের প্রেমশাহী মুন্ডা ক্ষোভ জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কুড়মিরা আদিবাসীদের অধিকার হরণ করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি কুড়মি জাতিকে এসটিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে মূল আদিবাসীদের অধিকার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কুড়মিদের হাতে চলে যাবে। প্রাক্তন মন্ত্রী গীতশ্রী ওরাওঁ বলেন, কুড়মিদের নজর এখন আদিবাসীদের জমি ও সম্পত্তির ওপর। এর পাশাপাশি ওয়ার্ড মেম্বার, মুখিয়া, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য থেকে শুরু করে বিধায়ক ও সাংসদ পর্যন্ত আদিবাসীদের সাংবিধানিক পদ হাইজ্যাক করার ইচ্ছা রয়েছে। যা আদিবাসী সমাজ কিছুতেই সহ্য করবে না।

রাজ্যে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

সরকার নিজেদের ভিজন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এপিডিসিএল মুক্ত বাজার থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে এনে সাধারণ মানুষের মাথায় হাড়ি ভেঙ্গে লাভের উপরে লাভ নিচ্ছে। ফিক্সড চার্জের মাধ্যমে মাধ্যমে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমে দুগুণ হারে এপিডিসিএল বিদ্যুৎ মাশুল আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। নাজিরায় আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন জুন মাস থেকে পুনরায় প্রতি ইউনিট বাবদ ৭০ পয়সা করে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ ভিজন ডকুমেণ্টের ১৭ নম্বর পাতায় উল্লেখ থাকা অনুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেক বাড়িতে ২৪ থ ৭ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ২০২০ সালে রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রত্যেক বাড়ির জন্য ৩০ ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এই বিষয় গুলোর ক্ষেত্রে সরকার কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন রাজ্যের দরিদ্র সীমারেখার নিচে বসবাস করা ব্যক্তিদের সরকারে দেওয়া বিনামূল্যের জীবন ধারা প্রকল্পর অধীনে তাদের চল্লিশ টাকা করে ফিক্সড চার্জ দিতে হচ্ছে। তাছাড়া প্রতি ইউনিট বাবদ ৪.৩৫ টাকা করে তাদের থেকে বিদ্যুৎ মাশুল আদায় করা হচ্ছে। ঘরোয়া সংযোগের ক্ষেত্রে ফিক্সড চার্জের মূল্য ১৫০-১৫৫ টাকা। তাছাড়া রাজ্যের উদ্যোগিক সহযোগ ক্ষেত্রে ফিক্সড চার্জের মূল্য ২১০-৩৬০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। অথচ এর বিপরীতে প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে ফিক্সড চার্জ মাত্র ১০ টাকা। বিহারে থ্রিফেজ পর্যন্ত মাসিক ফিক্সড চার্জ ৪০ টাকা মাত্র। একইভাবে চন্ডিগড়ে ১০ টাকা, ছত্রিশগড়ে ২০-৪০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ১৫ টাকা রয়েছে বলে জানান তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া বলেন এপিডিসিএল বিদ্যুৎ ক্রয় করার প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি, এনএইচপিসি, নেপকো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে। ফলে বারংবার ইন্ধনের মূল্যের অজুহাত দেখিয়ে এপিডিসিএল এর বিদ্যুৎ মাশুক বৃদ্ধি করা অনর্থক অযুক্তিকর। তিনি বলেন বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ধারা ৬১(সিং)র অধীনে এপিডিসিএলকে গ্রাহকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রযোজনীয়তা ছিল। অথচ এই ধারার অবজ্ঞা করে এপিডিসিএল যাবতীয় চার্জ লাগিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্ত ব্যয় গ্রাহক থেকে আদায় করা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকারের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

প্রচন্ড গরমে নাজেহাল মানুষ

বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলার বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ যেন পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দিতে প্রতিদিন সূর্যের আবির্ভাব ঘটছে। অসহ্য গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তি। সূর্যের তাপমাত্রা দিন প্রতিদিন বেড়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। গরম তেলে ভর্তি কড়াই যেন রাজ্যবাসীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভয়াবহ এই উষ্ণতাপের কবলে পড়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অসুস্থ হয়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশেষে এক্ষেত্রে টনক নড়েছে সরকারের। বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলার বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিন আগে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের এর ফলে বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু সেই বৃষ্টিপাতের পরেই বর্তমান রাজ্যে উষ্ণ প্রবাহ বইছে। ব্যাপক গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দিনের বেলায় ৩৫°৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম পড়লেও সূর্যের প্রচন্ড তাপের ফলে সেটাকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে অনুভব হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে জুনের প্রথম থেকে শুরু হওয়া এই অত্যাধিক তাপমাত্রা আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়ার কোনো সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় গুয়াহাটি মহানগরের অধিকতম তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। একইভাবে শিলচরে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। ডিব্রুগড়ে ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত কয়েকদিনে রাজ্যজুড়ে গড়ে প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ প্রবাহ থাকলেও প্রচন্ড গরমের জন্য সেটাকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে মনে করা হচ্ছিল।

ভয়াবহ উষ্ণতা, প্রচন্ড গরম এবং তাপ প্রবাহের ফলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। ফলে বেশ কিছুদিন ধরে অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের টাইমিং সকাল ৭ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত করার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া ভয়াবহ এই উষ্ণ প্রবাহের জন্য গরমের ছুটি এগিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন অধিকাংশ অভিভাবক। অবশেষে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে অধিকাংশ জেলা প্রশাসন। শনিবার প্রকাশিত এক নির্দেশের মাধ্যমে কাছাড় জেলা প্রশাসন আগামী ৫ জুন থেকে বলবত্যোগ্য জেলাটির বিদ্যালয়ের সময় সূচির পরিবর্তন করেছে। সে নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময় সকাল ৭.৩০ থেকে ১২১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সময় ৭.৩০ থেকে ১২.৪৫ পর্যন্ত এবং উচ্চ মাধ্যমিক তথা উচ্চতর মাধ্যমিকের জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল ৭.৩০ থেকে দুপুর ১.১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এই সময়সূচীর পরিবর্তন উভয় সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একইভাবে গুয়াহাটি মহানগরের বিদ্যালয়ের সময়সূচিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। গুয়াহাটি মেট্রো জেলা প্রশাসনের তরফে জারি করার নির্দেশ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৭.৩০ থেকে ১২, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৭.৩০ থেকে ১২.৩০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক তথা উচ্চতর মাধ্যমিকের জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচি সকাল ৭.৩০ থেকে দুপুর ১.০০ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিদ্যালয় শুরু হলেও শেষের সময়ের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট অথবা আধা ঘন্টা সময়ের হেরফের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সচিবের মাধ্যমে প্রেরণ করা নির্দেশ অনুযায়ী অসমের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তন করার জন্য ডাইরেক্টর অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন এবং প্রত্যেক ইন্সপেক্টর অফ স্কুলকে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার তৎকালীন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রচণ্ড গরমের ফলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হওয়ার ঘটনা নজরে এসেছে। দুদিন আগে শোনিতপুর জেলার এক বিদ্যালয় ১০ জন ছাত্রীর অসুস্থ হওয়ার ঘটনার পর ফের তিনজন ছাত্রী প্রার্থনার সময় প্রচণ্ড গরমে ঢলে পড়ার জন্য তাদের তৎকালীনভাবে চিকিৎসালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে প্রচন্ড গরমের ফলে একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। এদিকে শনিবার নগাঁও জেলার ধিং এর একটি গ্রামের পুকুরে থাকা কয়েক হাজার মাছ প্রচণ্ড গরমে মরে জলে ভেসে উঠেছে। উৎকট গরমের এই ধরনের ভয়াবহ নজির রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে। তবে আবহাওয়া দপ্তর রাজ্যবাসীকে আগাম বৃষ্টিপাতের কোনো ধরনের সুখবর দিতে সক্ষম হতে পারেনি। ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঠান্ডা পানীয়, আখের রস, ডাব, আইসক্রিম খেয়েই ভয়াবহ এই গরমের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে।

চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম সহ বহুমুখী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে নতুন শিক্ষানীতির আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

শিক্ষানুষ্ঠানের নির্বাচনকে লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের আখড়া হতে দেওয়া হবে না

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শুভারম্ভ করে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানের হোস্টেলর অনুশাসন এবং নির্বাচন সংক্রান্তে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে কঠোর ভাবে অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে মননশীল সম্পর্ক রাখার কথা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে তিনি রাজ্যের ৯০ টি মহাবিদ্যালয়কে চলতি বছরের মধ্যে নাকের অধীনে অ্যাক্রিডিয়েশন করার আহ্বান জানান। ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে বলবৎ হতে চলেছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম সহ বহুমুখী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ২০২৩ সাল থেকেই অসমের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষানীতির আধারে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। শনিবার মহানগরের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আযোজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যে বলবৎ করার প্রক্রিয়া শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রস্তুত করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমে ইতিমধ্যে এই শিক্ষা নীতি রূপায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন রাজ্য এই শিক্ষা নীতি রূপায়ণের প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। এবার অসমেও এই প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে সফল হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন উচ্চশিক্ষার জগতের জন্য আজকের দিনটি একটি মাইলের খুটা হিসাবে পরীগণিত হবে। তাছাড়া রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য এটা এক উল্লেখযোগ্য দিক হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এক উদার শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য চার বছরের স্নাতকের পাঠক্রম প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে। স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পাঠ্যক্রম প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চার বছরের স্নাতকের পাঠক্রম শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের প্রতি উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম শুরু করা একটি বিকল্প নয় বরং এটা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। আসন্ন অসম বিধানসভার অধিবেশনে এক্ষেত্রে সরকার বিল এনে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইউনিভার্সিটির আমেন্ডমেঃট আইন প্রবর্তন করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত রাজ্যের একাংশ মহাবিদ্যালয় তথা শিক্ষানুষ্ঠানের হোস্টেলের অনুশাসনের ক্ষেত্রে দুইদিন আগেই মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে অসম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাতজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুলোতে নির্বাচনের সময় হওয়া গন্ডগোলের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া তিনি বলেছিলেন হোস্টেলে সুরা পান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের আড্ডা বন্ধ করতে হবে। এটা এটা অনেক পুরনো অসুখ। এটাকে ভালো করতেই হবে। ছাত্ররা নিজেদের সংস্কার না করলে অর্থাৎ তাদের মানসিক পরিবর্তন না হলে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে তাদের বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এর জন্য মানসিকতার পরিবর্তনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শিক্ষানীতি ২০২০ শুভারম্ভ করে এই বিষয়ে ফের তৎপর হয়ে উঠেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যের একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানের হোস্টেলর অনুশাসন এবং নির্বাচন সংক্রান্তে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন তিনি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী এই শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে কঠোর ভাবে অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানের নির্বাচনে লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে এটা রুচিসম্মত বিষয় নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কোনভাবেই শিক্ষানুষ্ঠানের নির্বাচনকে লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের আখড়া হতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন এক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। রাজ্যের নানা শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে আযোজিত নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষকদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং প্রত্যেক অভিভাবকের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি ঘিরে তার চিন্তার অন্ত নেই। একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান এবং একাংশ হোস্টেল নিয়ে তিনি ব্যাপক চিন্তিত রয়েছেন। এক্ষেত্রে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত রেগিং কান্ডের বলি হওয়া ছাত্র আনন্দ শর্মার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি যখনই এই ছাত্রের মা এবং বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন নিজেকে বোঝাতে পারেন না যে উচ্চ পরম্পরা সম্পন্ন, বৈভবী অসমের মত একটি রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কম জনপ্রিয় হওয়া কিংবা তাদের প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়া বড় বিষয় নয়। প্রধান অধ্যক্ষ কিংবা প্রিন্সিপাল যখনি ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে পারবেন যে তাদের ভালোর জন্যই শিক্ষানুষ্ঠান কিংবা হোস্টেলে এই কঠোর অনুশাসন প্রযোগ করা হচ্ছে তখন ৯৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রীরা এর সমর্থন জানাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটাই যে শিক্ষকরা সেই ১ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের কথায় চলেন এবং ৯৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের অবজ্ঞা করেন। এটাই রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের সর্ববৃহৎ সমস্যা বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে রাজ্যের ৯০ টি মহাবিদ্যালয়কে চলতি বছরের মধ্যে নাকের অধীনে অ্যাক্রিডিয়েশন করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের ৯০টি মহাবিদ্যালয়কে এই বছরের মধ্যে নাকের অধীনে অ্যাক্রিডিয়েশন করতে হবে। মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টভাবে ভাষায় জানিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তারা যেন না ভাবে যে সরকার তাদের উপরে বাধ্যবাধকতা রূপায়ণ করতে পারবে না। এই সরকারের মানসিক শক্তি এতো প্রবল, দেশের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে অসমের নাম তালিকাভুক্ত করতে সরকারের ইচ্ছা শক্তি এতটাই প্রবল যে ছোটখাটো সমস্যা নিবারণের ক্ষেত্রে এই সরকারের ১০ মিনিট সময়ও লাগবে না। হলে এক্ষেত্রে প্রত্যেককে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এটাকে এক ইতিবাচক স্পিরিট হিসেবে নিতে হবে। কারণ এই সংক্রান্তে সরকারের কোনো নিজস্ব এজেন্ডা নেই। শুধুমাত্র রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই সরকার নিজের দায়িত্ব পালন করছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ট্রেবল নিয়ে সিটির সমর্থকদের হলান্ডের বার্তা, 'ওয়ান মোর, ওয়ান মোর'

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে এফএ কাপের শিরোপা জয়। লিগের পর এফএ কাপের শিরোপা জিতে পূর্ণ হয়েছে ঘরোয়া ডাবল। ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকেরা কাল ওয়েম্বলিতে একটু যেন বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তুমুল আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা। উন্মাতাল উদযাপনও করেন গ্যালারিতে। মাঠে বসে দলটির খেলোয়াড়েরাও মেতে ওঠেন উন্মাতাল উদযাপনে। সেই উদযাপনের একপর্যায়ে ম্যান সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড চলে যান গ্যালারির কাছাকাছি। সমর্থকদের একটি বার্তাও দিলেন তিনি, 'এখানেই শেষ নয়, আমরা ট্রেবলও জিততে চাই!'

১০ জুন ইস্তাম্বুলে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল। সেই ম্যাচে ইন্টার মিলানকে হারাতে পারলেই ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়বে ম্যান সিটি। এর আগে ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জিতেছিল অ্যালেক্স ফার্গুসনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যান ইউনাইটেডের সেই কীর্তি ছোঁয়ার স্বপ্ন অনেক দিন থেকেই দেখে আসছেন সিটির সমর্থকেরা। এবার তাঁরা সেই স্বপ্ন পূরণ থেকে মাত্র একটা ধাপ পেছনে। ম্যান সিটি কি পারবে বা কেভিন ডি ব্রুইনা-হলান্ডরা কি পারবেন সিটির সমর্থকদের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে!

ম্যান সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা তাঁর খেলোয়াড়দের তাগিদ দিচ্ছেন এই বলে যে চ্যাম্পিয়নস লিগের ট্রফিজয়ই পারে তাঁদের সুন্দর ও সফল একটি মৌসুমের যোগ্য স্বীকৃতি এনে দিতে। এটা ম্যান সিটির খেলোয়াড়েরাও ভালো করেই জানেন।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে এ মৌসুমেই ম্যান সিটিতে নাম লেখানো হলান্ডও যেন নিজেদের সেই প্রত্যয়ের কথাই বলতে চাইলেন সমর্থকদের। চলতি মৌসুমে ম্যান সিটির হয়ে ৫২ ম্যাচে ৫২ গোল করা হলান্ড কাল এফএ কাপের শিরোপা জয়ের পর সমর্থকদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'ওয়ান মোর, ওয়ান মোর।'

হলান্ড হয়তো সমর্থকদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, এখনো চূড়ান্ত উদযাপনের সময় আসেনি। আরও একটা শিরোপা জেতা বাকি আছে আর সেটি হলো চ্যাম্পিয়নস লিগ। তাহলে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ট্রেবল অর্জন করার পরই আসল উদযাপনটা করবেন হলান্ডরা! সেই উদযাপনে মেতে ওঠার জন্য সমর্থকদের আরেকটু অপেক্ষা করতে বলেন সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার!

ওয়ানডেতে করুনারত্নের ফিফটি মানেই '৫২', সমতা ফেরাল শ্রীলঙ্কা

কাবুল (ওয়েবডেস্ক) শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা নিয়েই আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নেমেছিল আফগানিস্তান। কিন্তু হাম্বানটোটায় আজ সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে আফগানরা। ১৩২ রানে জিতে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-১ সমতা এনেছে স্বাগতিকেরা। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে ৬ উইকেটে ৩২৩ রান করে শ্রীলঙ্কা। রান তাড়ায় আফগানিস্তান ৪২.১ ওভারে অলআউট ১৯১ রানে। শ্রীলঙ্কার বড় রানের ভিত্তি পাতুম নিশাঙ্কা ও দিমুথ করুনারত্নের উদ্বোধনী জুটি। ১৫.৫ ওভারে দলকে ৮২ রান এনে দেন তাঁরা। ৫৬ বলে ৪৩ রান করে মোহাম্মদ নবীর বলে এলবিডব্লু হয়েছেন নিশাঙ্কা। ২৮ রান পরে ফেরেন করুনারত্নেও। ৬২ বলে ৫২ রান করেছেন শ্রীলঙ্কার টেস্ট অধিনায়ক। দুই বছর পর ওয়ানডেতে ফেরা করুনারত্নের এটি সপ্তম ওয়ানডে ফিফটি। মজার ব্যাপার, ওয়ানডেতে তাঁর সর্বশেষ তিনটি ৫০ ছাড়ানো ইনিংসই ৫২ রানের। আজকের, ২০২১ সালের মার্চে ও ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুবার ৫২ রানে আউট হয়েছিলেন করুনারত্নে। এর আগেও একবার ওয়ানডেতে ৫২ রানে অপরাজিত ছিলেন এই ওপেনার। সাত ফিফটির চারটিই ৫২ রানের বায়ান্ন তাহলে পেয়েই বসেছে করুনারত্নেকে। দুই ওপেনারের বিদায়ে সাদিরা সামারাবিক্রমাকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৮৮ রানের জুটি গড়েন কুশল মেন্ডিস। সামারাবিক্রমা ৬ রানের জন্য ৮ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় ফিফটিটি পাননি। দলকে ২৫৪ রানে রেখে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরা কুশল মেন্ডিস ৭৫ বলে করেছেন ৭৮ রান। শেষ পাওয়ারপ্লেতে ১০৯ রান যোগ করে শ্রীলঙ্কা, যাতে মূল অবদান দাসুন শানাকা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার। অধিনায়ক শানাকা ১৩ বলে ২৩ রান করেন। হাসারাঙ্গা ১২ বলে অপরাজিত ছিলেন ২৯ রানে। রান তাড়ায় ১১ রানে প্রথম উইকেট হারায় আফগানিস্তান। এরপর ইব্রাহিম জাদরান (৭৫ বলে ৫৪), রহমত শাহ (৪২ বলে ৩৬) ও অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির (৬২ বলে ৫৭) ব্যাটিং আশা জোগাচ্ছিল দলটিকে। তবে ৩১তম ওভারে ১৪৬ রানে ইব্রাহিমের বিদায়ের পরই ধস নামে আফগান ইনিংসে। ১৪৬ থেকে ১৯১, ১২ ওভারের মধ্যে ৪৫ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় দলটি। শ্রীলঙ্কার দুই স্পিনার হাসারাঙ্গা ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। সিরিজের শেষ ম্যাচ আগামী বুধবার।

গুন্দোয়ানের রেকর্ড, ওয়েঙ্গার-ফার্গুসনের পর গার্দিওলা

লন্ডন ঃ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে গতকাল এফএ কাপের শিরোপা জিতে ঘরোয়া ডাবল পূর্ণ করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। এখন তাদের স্বপ্ন, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জয়। ডাবল জিততে এফএ কাপের শিরোপা নিজেদের করে নিয়েই দারুণ কিছু কীর্তিতে নাম লিখিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি, দলটির অধিনায়ক ইলকায় গুন্দোয়ান ও কোচ পেপ গার্দিওলা।

১৩

এফএ কাপের ফাইনালে দ্রুততম গোলের রেকর্ড এখন ইলকায় গুন্দোয়ান। এর আগে রেকর্ডটি ছিল লুইস সাহার। ২০০৯ সালে এভারটনের হয়ে চেলসির বিপক্ষে ২৫ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন তিনি।

৩২

১৯৫৮ সালের পর এফএ কাপের ফাইনালে জোড়া গোল করা সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় এখন ইলকায় গুন্দোয়ান। তিনি জোড়া গোল করেছেন ৩২ বছর ২২২ দিনে। এর আগে রেকর্ডটি ছিল ন্যাট লফটহাউজের (৩২ বছর ২৪৯ দিন)।

২

এফএ কাপের ফাইনালে এই প্রথম দুই দলের শুরুর একাদশে নামা অধিনায়কই গোল করেছেন।

৩

ইংলিশ ফুটবলে তৃতীয় কোচ হিসেবে এক মৌসুমে লিগ ও এফএ কাপের ডাবল একাধিকবার জিতেছেন পেপ গার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ কোচ এর আগে ঘরোয়া ডাবল জিতেছেন ২০১৮-১৯ মৌসুমে। এর আগে আর্সেনাল কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার (১৯৯৭-৯৮ ও ২০০১-০২) এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অ্যালেক্স ফার্গুসন (১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৮-৯৯) একই কীর্তি গড়েছেন।

১৫০

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির গোল। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের কোনো ক্লাবের এই কীর্তি চতুর্থবারের মতো। বাকি তিনবারও ম্যান সিটিই এটা করেছে (২০১৩-১৪ মৌসুমে ১৫৬ গোল, ২০১৮-১৯ মৌসুমে ১৬৯ ও গত মৌসুমে ১৫০ গোল)।

৯

এফএ কাপের ফাইনালে সবচেয়ে বেশি হারা দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সর্বশেষ ৫ ফাইনালের ৪টিতেই হেরেছে তারা।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন হ্যাজলউড

প্যারিস ঃ আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউড। ১৫ সদস্যের দলে তাই পরিবর্তন আনতে হয়েছে তাদের। আগামী ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে হ্যাজলউডের জায়গায় ডাক পেয়েছেন আরেক পেসার মাইকেল নেসার। বেশ কিছুদিন ধরে চোটের সঙ্গে লড়াই করছেন হ্যাজলউড। আইপিএল থেকে চোট নিয়ে আগেভাগেই ফিরে যান তিনি। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দলে রাখা হয়েছিল তাঁকে। কদিন আগে ফাইনালে খেলার ব্যাপারে নিজের আশার কথাও শুনিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিটকেই গেলেন। জানা গেছে, গতকাল তিনটি অনুশীলন সেশনের পর আজ তাঁর ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে না পারলেও ১৬ জুন থেকে শুরু অ্যাশেজে তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, 'জশ সবুজ সংকেত পাওয়ার খুব কাছাকাছি ছিল। তবে আমাদের সামনে যা সূচি (ফাইনালের পর পাঁচ টেস্টের অ্যাশেজ সিরিজ), তাতে এটিকে একমাত্র টেস্ট হিসেবে বিবেচনা করলে চলবে না। এজবাস্টনের আগে এখন তাই জশ আদর্শ প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। সাত সপ্তাহের একটু বেশি সময়ের মধ্যে ছয়টি টেস্ট আছে বলে ফাস্ট বোলিংয়ের সব অস্ত্রই লাগবে আমাদের।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরির পর ডেভিড ওয়ার্নার

আইপিএল ছাড়ার সময় হ্যাজলউডকে নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, এমনই মনে করা হচ্ছিল। দুই বছর ধরে অ্যাকিলিস ও মাংসপেশির টান ভোগাচ্ছে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ ১৯টি টেস্টের মধ্যে মাত্র ৪টিতে খেলেছেন এ পেসার।

হ্যাজলউডের চোটে নেসার ডাক পেলেও মূল একাদশে থাকার সম্ভাবনা বাড়ল স্কট বোল্যান্ডের। ইংল্যান্ডে অবশ্য বেশ ভালো একটা সময়ই কাটিয়েছেন গ্ল্যামরগানের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা নেসার। ৩৩ বছর বয়সী পেসার ৫ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। স্টিভ স্মিথের দল সাসেক্সের বিপক্ষে এ মৌসুমে একটি সেঞ্চুরিও করেছেন। এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি টেস্ট খেলেছেন নেসার। ১৬.৭১ গড়ে নিয়েছেন ৭টি উইকেট। অন্যদিকে ৩৪ বছর বয়সী বোল্যান্ড খেলেছেন সাতটি ম্যাচ। ১৩.৪২ গড়ে তাঁর উইকেট ২৮টি।

বোল্যান্ড বা নাসের মূলত অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় বিশেষজ্ঞ পেসারের জায়গাই নেবেন। পারিবারিক কারণে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দুটি টেস্ট মিস করা অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আছেন, ওই সিরিজের প্রথম দুটি টেস্ট আঙুলের চোটে মিস করা মিচেল স্টার্কও পুরোপুরি সেরে উঠেছেন।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া দল

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস (উইকেটকিপার), উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, টড মার্ফি, মাইকেল নেসার, স্টিভেন স্মিথ (সহ-অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক ও ডেভিড ওয়ার্নার।

স্ট্যান্ডবাই ঃ মিচেল মার্শ ও ম্যাট রেনশ

সংক্ষিপ্ত ››

'নদী দখলদারেরা ক্রাইম করছে, তাদের জেলে পাঠাতে হবে'

ঢাকা : দখল আর দূষণে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের নদ নদী। মাঝে মধ্যেই কিছু উচ্ছেদ হলেও পরক্ষনেই তা আবার দখল হয়ে যাচ্ছে। এ যেন চোর পুলিশ খেলা। হাইকোর্টের নির্দেশে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এই নদীগুলোর অভিভাবক। বাংলাদেশের নদীগুলোর বাস্তব অবস্থা কী?

বাংলাদেশে বর্তমানে ৯০০ নদী আছে। অনেক নদী যেভাবে থাকা দরকার সেভাবেই আছে। এই নদীগুলোর নাব্যতা আছে, দুষণ এবং দখলও তেমন নেই। কিন্তু কিছু নদী একেবারে পর্যুদস্ত অবস্থায় পড়ে গেছে। দখলও হয়েছে অনেক নদীর অনেক জায়গা আবার দুষণও হয়েছে। বড় বড় শহরগুলোর আশপাশ বা ভেতর দিয়ে যে নদীগুলো গেছে সেগুলো খুবই দুষিত হয়ে গেছে। শুকনা মৌসুমে এগুলোকে বলা যায় মৃত নদী। এগুলো ইকোলজিক্যালি ডেড। পানির ফ্লো হয়ত আছে, কিন্তু কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে না। এটা আসলেই আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ।

আমাদের ম্যান্ডেটই হচ্ছে নদীকে দখল ও দুষণ মুক্ত রাখা। নাব্যতার বিষয়ে সুপারিশ করা। হাইকোর্টের রায় অনুসারে সকল নদ নদী উপকূল এগুলোকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর অভিভাবক। অভিভাবক হিসেবে সেই দৃষ্টিতেই আমরা দেখি। যেখানে সমস্যা আছে সেটার বিষয়ে আমরা সুপারিশ করি। দুষণের জন্য আমরা প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। স্থানীয় সরকারকে আমরা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি। আমরা শাস্তি দেওয়ার কথা বলছি। শ্রীপুরের মেয়র সেখানকার নদীকে দুষিত করে ফেলছেন। আমি চেয়ারম্যান হিসেবে দুই বার সেখানে গিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। ফলে আমরা তাকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে স্থানীয় সরকারের সচিবকে চিঠি দিয়েছি। ঠিক একইভাবে পটুয়াখালির মেয়রকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা গত সপ্তাহে স্থানীয় সরকার বিভাগে চিঠি দিয়েছি। আমরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি কিছু ব্যবস্থাও নিচ্ছি। আমরা সুপারিশ করেছি, ক্লাস থ্রি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বইয়ে একটা চ্যাপ্টার রাখার জন্য। সরকার সেভাবে করছে।

নদী দখলদারদের তালিকা তৈরিতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। সে তালিকা ওয়েবসাইট থেকে আপনারা মুছে দিয়েছেন। কেন?

এটা সঠিক নয়, বিভ্রান্তিকর। কোন কিছুই মুছে দেওয়া হয়নি। এই তালিকাটা প্রকাশই করা হয়নি। তালিকাটা যাচাই বাছাইয়ের জন্য জেলা প্রশাসনকে পাঠানো হয়েছে। প্রজেক্টের লোকেরা যে তথ্যগুলো এনেছেন শুধু দখলদার নয়, দুষণের বিষয়ে, নাব্যতার বিষয়ে। সেখানে অনেকগুলো তথ্য সঠিক ছিল না। ফলে আমরা জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছি, যে আপনারা দেখেন তারপর আমরা ওয়েবসাইটে পাবলিশ করব। তিন চারটি নদীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া গেছে। আমরা ডিসিদের তাগিদ দিচ্ছি। এর বাইরেও যে বিষয়টা জটিলতার সৃষ্টি করেছে, সেটা হলো নামধারী পরিবেশবাদী একটা গ্রুপ আছে। তারা চাঁদাবাজির সুযোগ নেওয়ার জন্য এটা করেছে। এখানে ৫৭ হাজার দখলদারের তালিকা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে আছে। জেলা প্রশাসক ও ইউএনওরা এগুলো দেখে দিয়েছেন। ধারাবাহিকভাবে তাদের উৎখাত করা হচ্ছে। তালিকাগুলো নিয়মিত আপডেট করা হয়। ডিসিরা আপডেট করে দিলে ৩৭ হাজারের তালিকাটাও ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। আসলে কতগুলো নদী শুকিয়ে গেছে তার কি কোনো রেফারেন্স আছে? অনেক কথা অনেকে বলে। দেশে ২০টা নদ নদী জলাশয় আইন আছে। কোনো আইনেই কিন্তু নদীকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা নদী রক্ষা কমিশন থেকে নদীর সংজ্ঞা ও সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি। সংজ্ঞার উপর নির্ভর করবে নদীর সংখ্যা। আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য নিচ্ছি। আগে ৮৫৭টা নদী ছিল। এখন কিছুটা বেড়ে ৯০০ হয়েছে।

ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ 'শনাক্ত'

বালাসোর (ওয়েবডেস্ক): রোববার ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই দুর্ঘটনার কারণ জানা গিয়েছে। রেলমন্ত্রী বলেছেন ইলেকট্রনিক সিগন্যাল সিস্টেমের একটি সমস্যাই সম্ভবত দুর্ঘটনার কারণ। তবে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেলে বাকি তথ্য প্রকাশ করা হবে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওড়িশার কাছে এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৮৮ জনেরমৃত্যু হয়েছে।

তার মত, মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনাটির জন্য দায়ী হলো ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের সময় ঘটে যাওয়া পরিবর্তন। এই প্রযুক্তিগত শব্দটি একটি জটিল সংকেত ব্যবস্থাকে বোঝায় যা রেললাইনের উপর ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করে যাতে ট্রেনগুলি সংঘর্ষের হাত থেকে থেকে রক্ষা পায়।

অশ্বিনী বলেছেন, চূড়ান্ত রিপোর্টের আগে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া ঠিক নয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ-পশ্চিমে বালাসোরে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় স্থানীয় মিডিয়াকে বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যার বিপর্যয় ঘটিয়েছে এমন কাউকে চিহ্নিত করা গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তার কথায়, ''ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।''

ওড়িশার মুখ্য সচিব প্রদীপ জেনা এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই)কে শনিবার রাতে বলেন, উদ্ধার অভিযান প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জীবিতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। একাধিক মৃতদেহও উদ্ধার করেছে তারা।

জেনা বলেন, দুর্ঘটনার প্রভাবে দুটি ট্রেনের বগি একসঙ্গে চাপা থাকায় উদ্ধার প্রচেষ্টার গতি কমে যায়। তার কথায়, এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো মৃতদেহ শনাক্ত করা।

কারণ সম্পর্কে কী জানা যাচ্ছে?

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ইলেকট্রনিক সিগন্যালিং সিস্টেমের একটি সমস্যা একটি ট্রেনকে ভুলভাবে লাইন পরিবর্তন করতে পরিচালিত করেছিল।

দিল্লির একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কে এটা করেছে এবং কারণ কী তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে।

তিনটি ট্রেন দুর্ঘটনার ঘটনাক্রম নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও কাটেনি।

স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চগতির যাত্রীবাহী ট্রেন করমণ্ডল এক্সপ্রেস মূল রেললাইনে প্রবেশের জন্য একটি সংকেত পেয়েছিল। সিগন্যালটি পরে টেনে নেওয়া হয়েছিল, ট্রেনটি পরিবর্তে একটি সংলগ্ন লুপ লাইনে প্রবেশ করে, ফলে পণ্যবাহী দ্বিতীয় ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

আঘাতের ফলে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি অন্য ট্র্যাকে উল্টে যায়, যেখানে আসা তৃতীয় ট্রেন যশবন্তপুর-হাওড়া এক্সপ্রেসে এটিকে আঘাত করে।

দুটি যাত্রীবাহী ট্রেনে দুই হাজারের বেশি লোক ছিল।

রেলমন্ত্রীর বক্তব্য, এই মুহূর্তে লক্ষ্য হলো, রেল পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধার করা, যাতে বুধবার সকালের মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং সাবেক রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তার আমলে প্রবর্তিত সংঘর্ষবিরোধী যন্ত্রটি স্থাপন করা হলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, শনিবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময়, বিরোধী রাজনীতিবিদ ভারতের রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে পরিষেবার প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার আহ্বান জানান।

হিন্দুস্তান টাইমস তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, আমি অনুভব করছি একটি সমন্বয়ের ব্যবধান দেখা দিয়েছে, কারণ রেলওয়ে আলাদা করে কোনো সুবিধা পায়না। রেল মন্ত্রকের আলাদা বাজেটও নেই।

রোববার মমতার মন্তব্যের জবাব দেন অশ্বিনী।

তিনি বলেন, মমতা যে সংঘর্ষ বিরোধী ব্যবস্থা উল্লেখ করেছিলেন শুক্রবারের সংঘর্ষের কারণের সঙ্গে সেটির কিছু করার নেই। অশ্বিনী বলেন, তার পূর্বসূরি তার সীমিত জ্ঞান অনুসারে কথা বলেছিলেন।

সরকার রেল নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণের চেষ্টা করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় রেলপথের বেশিরভাগই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল।

নিরাপত্তার উন্নতি এবং রেলের অবকাঠামো উন্নত করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতি বছর কয়েকশ দুর্ঘটনা ঘটে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর প্রবর্তিত আপগ্রেডের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

রেকর্ড সংখ্যক বিদেশির জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ

বার্লিন **(ওয়েবডেস্ক):** গত ২০ বছরের তুলনায় ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি বিদেশি ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জার্মানির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

জার্মানিতে যখন দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিজ দেশে অভিবাসনের জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময়েই বিপুল সংখ্যাক বিদেশির জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণের খবর পাওয়া গেল।

২০২২ সালে বিশ্বের ১৭১টি দেশের এক লাখ ৬৮ হাজার ৫৪৫ জন বিদেশি জার্মানির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার বিদেশিদের সংখ্যা তার আগের বছরের অর্থাৎ ২০২১ সালের তুলনায় ২৮ ভাগ বেশি।

নাগিরকত্ব পাওয়া বিদেশিদের মধ্য তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন সিরীয়রা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটি থেকে আসা যেসকল ব্যাক্তি জার্মানির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের গড় বয়স ২৪ দশমিক আট বছর। আর তাদের দুই তৃতীয়াংশ পুরুষ। নাগরিকত্ব পাওয়ার আগে তারা গড়ে ছয় দশমিক চার বছর দেশটিতে অবস্থান করেছেন।

তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ইউক্রেনীয়রা। রাশিয়ার হামলা শুরুর পর হাজার হাজার ইউক্রেনীয় দেশ ছাড়লে তাদের একটি অংশ জার্মানিতে আশ্রয় নেয়।

২০২২ সালে জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়াদের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ইরাক থেকে আসা অভিবাসীরা। আর চুতর্থ অবস্থানে তুর্কিরা।

ইন্টিগ্রেশন ও মাইগ্রেশন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ইয়ান শ্নাইডার জানান, নাগরিকত্ব পাওয়া সিরীয়দের অর্ধেক ছয় বছরেই জার্মানির নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এর কারণ হলো তারা জার্মান সমাজে একীভূত হতে পারার প্রমাণ দেখাতে পেরেছে। তার মতে, সিরীয়দের জার্মান নাগরিকত্ব চলতি বছর আরো বাড়বে। কারণ ক্ষমতায় থাকা বর্তমান জোট সরকার নাগরিকত্ব আইন সহজ করার কাজ করছে।

বর্তমানে জার্মান নাগরিত্ব পেতে প্রার্থীকে আট বছর ধরে জার্মানিতে অবস্থান করার এবং বি১ লেভের জার্মান ভাষার দক্ষতার প্রমাণ দেখাতে হয়। তাছাড়া, নাগরিকত্বের জন্য একটি বিশেষ লিখিত পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া চলার মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকা এবং কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকার বিধান রয়েছে। তবে বর্তমানে দেশটিতে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি থাকায় নাগরিত্ব আইন সংশোধনের চেষ্টা করছে ওলাফ শলৎসের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট। নাগরিকত্ব আইন সহজ করা হলে তা দক্ষ বিদেশি কর্মীরা দেশটিতে অভিবাসী হতে উৎসাহিত করবে এমন ভাবনা সরকারের।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসারের প্রস্তাবিত নতুন নাগরিকত্ব আইনে তিনটি বড় পরিবর্তনে কথা বলা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত নতুন আইনে, আট বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর জার্মানিতে বৈধভাবে বসবাসের পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। তাছাড়া সমাজে বিশেষভাবে একীভূত হওয়ার প্রমাণ দেখাতে পারলে তিন বছর বসবাসের পরই আবেদন করার সুযোগ থাকছে।

জার্মানিতে জন্ম নেওয়া শিশুদের মা অথবা বাবার মধ্যে একজনযদি দেশটিতে পাঁচ বছর বৈধভাবে বসবাস করে থাকেন তাহলে সেই শিশু জার্মানির নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবে।

তাছাড়া, দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখার সুবিধাও নতুন আইনে রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

টুকরো খবর

পাকিস্তান-তালেবান সম্পর্কে ক্রমশ খারাপের পথে

কাবুল (ওয়েবডেস্ক): তালেবান বরং পাকিস্তানের চরম শত্রু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি একাধিক রিপোর্টে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। মার্কিন এবং বিদেশি সেনা তার মধ্যেই কার্যত দেশে ফিরে যায়। তারই মধ্যে সে সময় কাবুলে দেখা গেছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর তৎকালীন প্রধান লেফটন্যান্ট জেনারেল ফৈজ হামিদকে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তালেবান নেতৃত্বের সঙ্গে তার আলোচনার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। পাকিস্তান প্রথম ব্যাক চ্যানেলের মাধ্যমে সদ্যগঠিত তালেবান রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় গেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের সেই চেষ্টা বুমেরাং হয়েছে। যত দিন গেছে, পাকিস্তানের সঙ্গে তালেবান প্রশাসনের সম্পর্ক তত খারাপ হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। পাকিস্তানে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে তেহরিক-ই-তালেবান-পাকিস্তান। কিন্তু এই গোষ্ঠীকে প্রশাসন নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে না। আফগানিস্তানের তালেবান এই গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেয়। গত এক বছরে আফগান তালেবান যোদ্ধাদের প্রায় ১০০ জন পাকিস্তানে এসে এই গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই গোষ্ঠী ইসলামিক অনুশাসনের পাকিস্তান চায়। গত এক বছরে পাকিস্তানে তারা একের পর এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ চালিয়েছে। শখানেক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তেহরিক-ই-তালেবান-পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানি সরকারের দূরত্ব যত বাড়ছে, আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসনের সঙ্গেও পাকিস্তানের দূরত্ব বাড়ছে।

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের একটি বড় অংশ মনে করে পাকিস্তান সর্বার্থে ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। কারণ তার জন্মের ইতিহাস ঔপনিবেশিক। পাকিস্তানের প্রশাসনিক ভিত্তিও ইসলামিক নয়। ফলে এই পাকিস্তানকে তারা কখনোই বন্ধু বলে মনে করে না। অন্যদিকে অ্যামেরিকার সঙ্গে পাকিস্তান সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। যার জেরে বর্তমান তালেবান প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্বের একটি অংশ দীর্ঘদিন পাকিস্তানের জেলে থেকেছে। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। এদিকে পাকিস্তানে দেশের ভিতর গোলযোগ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তালেবান প্রশাসন পাকিস্তানের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সুবিধা পাওয়ারও আশা দেখছে না, এমনই অভিমত ভারতে অবস্থিত আফগান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের। তিনি তালেবানের শাসন মেনে নেননি।

ব্যাক চ্যানেলের সাহায্যে তালেবান বরং ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। তালেবান শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। আফগান বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও আবেদন জানানো হয়েছে ভারতের কাছে। ভারতও ব্যাক চ্যানেলেই বিষয়টির মোকাবিলা করছে। এই পরিস্থিতিতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের অভিমত। আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর ভারতের প্রথম আশঙ্কা ছিল, পাকিস্তানের মাধ্যমে তালেবান যোদ্ধারা কাশ্মীরে ঢুকবে। এর আগে আফগানিস্তানে তালেবান শাসন-পর্বে তেমনই ঘটেছিল। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে বর্তমান তালেবানের সম্পর্ক যাতে তিক্ত হয়, ভারত বরাবর তেমনই চেয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি খানিক তেমনই।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
05:06:2023

ওসি এসপিদের তথ্য সংগ্রহ করতে নেতাকর্মীদের কাছে বিএনপির চিঠি

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বিএনপির নেতাকর্মীদের গুম, খুন এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবি মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট ওসি, এসপিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে সারা দেশে চিঠি পাঠিয়েছে দলটি। চিঠিতে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার সাথে জড়িত, বাদী, তদন্তকারী বা তদারককারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নাম ও পরিচয় জানাতে বলা হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরে এই চিঠিটি সকল জেলা ও মহানগরের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতোদিন ধরে সারা দেশে মামলা, গ্রেপ্তার এবং আসামীর তথ্য সম্পর্কে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় তথ্য সংগ্রহ করতো। কিন্তু এখন থেকে সেসব মামলার বাদী, তদন্তকারী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ওসি এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হচ্ছে। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র মোঃ মনজুর রহমান রাজনৈতিক কোন বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে পুলিশ যা করনীয়, পুলিশ শুধুমাত্র সেটাই করে।'

ভারতে কেন বারবার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়?

বালাসোর ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতে ঠিক কী কারণে একাধিক ট্রেনের সংঘর্ষের এক প্রাণঘাতী ঘটনায় কমপক্ষে ২৬১ জন নিহত এবং এক হাজার জন আহত হয়েছেন সে নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকলেও, এখনো কোন উত্তর নেই।

দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ওড়িশার একটি ছোট স্টেশনের কাছে দুটি দ্রুতগতির যাত্রীবাহী ট্রেন এবং একটি মালবাহী ট্রেনের 'ত্রিমুখী সংঘর্ষে' এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে একটি চলন্ত ট্রেন এসে স্থির মালবাহী ট্রেনকে ধাক্কা দেয়।

এতে ওই ট্রেনের কোচগুলো পাশের তৃতীয় লাইনে উল্টে যায়, যার ফলে ওই লাইনে আগত ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়।

এই দুর্ঘটনার পিছনের সত্য উদঘাটনে ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজন।

তবুও এটি আবারও ভারতে রেলওয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগকে নতুন করে সামনে এনেছে।

ভারতের বিস্তৃত রেল ব্যবস্থা, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হিসাবে খ্যাত। এক লাখ কিলোমিটার মানে ৬২ হাজার মাইলেরও বেশি বিস্তৃত রেললাইন সারা দেশকে এক বিশাল নেটওয়ার্কে জুড়ে রেখেছে।

বছরে আড়াই কোটিরও বেশি যাত্রী এই রেল লাইন ব্যবহার করে।

ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মতে, গত বছর প্রায় ৫,২০০ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর আট হাজার কিলোমিটার রেল লাইন আপগ্রেড করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

মি. বৈষ্ণব সম্প্রতি বলেছেন যে, বেশিরভাগ রেললাইন আপগ্রেড করা হচ্ছে যেন এর ওপর ট্রেনগুলো ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য অংশে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে চলাচলের জন্য রেললাইনকে উন্নত করা হচ্ছে এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যেন ট্রেনগুলো ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে।

স্পষ্টতই, এটি সারা দেশে দ্রুত ট্রেন চলাচল নিশ্চিতে সরকারের পরিকল্পনার একটি অংশ - বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই এবং আহমেদাবাদ শহরের মধ্যে একটি উচ্চ-গতিসম্পন্ন রেললাইন তৈরি করা হচ্ছে।

তবুও, ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া, দেশটির রেলওয়ে খাতের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটির রেলওয়ে বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, বিবেক সাহাই এমনটাই বলেছেন।

তিনি বলছেন, একটি ট্রেন বিভিন্ন কারণে লাইনচ্যুত হতে পারে - রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হতে পারে, ত্রুটিপূর্ণ কোচের কারণে হতে পারে এবং ট্রেন চালনায় সমস্যা থেকেও হতে পারে

করোমন্ডেল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে পাশের ট্র্যাকে উল্টে যায় যেখানে আসতে থাকা আরেকটি ট্রেনের সাথে ধাক্কা লাগে।

হওয়ার জন্য দায়ী অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

কেন করোমান্ডেল এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছিল তা তদন্ত করলেই জানা যাবে।

ভারতীয় ট্রেনগুলোতে অ্যান্টি-কোলিশন ডিভাইসগুলো স্থাপনের বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে।

তবে এ সিস্টেম এখন পর্যন্ত কেবল দুটি প্রধান রুটে বসানো হচ্ছে - দিল্লি এবং কলকাতার মধ্যে এবং দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মধ্যে - রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা এই তথ্য দিয়েছেন।

এর আগে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে এক যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনে আসতে থাকা মালবাহী ট্রেনের সাথে সংঘর্ষে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন।

ভারতের সরকারি রেলওয়ে সেফটি রিপোর্ট ২০১৯-২০-এ দেখা গিয়েছে যে, রেল দুর্ঘটনার ৭০ শতাংশ ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া কারণে ঘটেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৬৮ শতাংশ বেশি। এর পরের দুইটি কারণ হচ্ছে, ট্রেনের অগ্নিকাণ্ড এবং সংঘর্ষ, যা যথাক্রমে মোট দুর্ঘটনার ১৪ শতাংশ এবং আট শতাংশ।

প্রতিবেদনে ৪০টি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা গণনা করা হয়েছে - এরমধ্যে ৩৩টি যাত্রীবাহী ট্রেন এবং সাতটি মালবাহী ট্রেন।

এর মধ্যে ১৭টি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে রেললাইনে ত্রুটি থাকার কারণে - যার মধ্যে ফাটল এবং রেললাইনের সংকোচন-প্রশমন দুটি বড় কারণ।

রিপোর্ট অনুযায়ী ট্রেন-ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগনে ত্রুটির কারণে মাত্র নয়টি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়া ধাতুতে তৈরি রেললাইনগুলো গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রসারিত হয় এবং শীতকালে তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে সংকোচনের মধ্য দিয়ে যায়। এজন্য এই রেললাইনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়।

ঢিলে হয়ে থাকা লাইনগুলোকে টাইট দেয়া, নিয়মিত স্লিপার পরিবর্তন করা এবং অ্যাডজাস্টিং সুইচগুলোকে লুব্রিকেন্ট দিয়ে পিচ্ছিল রাখা জরুরী এজন্য। এ ধরনের রেললাইন সাধারণত পায়ে হেঁটে অথবা ট্রলি, লোকোমোটিভ এবং রিয়ার ভেহিকলে চড়ে পরীক্ষা করা হয়।

ভারতের রেলপথগুলোর সক্ষমতা ট্র্যাক রেকর্ডিং কারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। মূলত লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনগুলো প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার থেকে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারবে কিনা এবং লাইনগুলো সে অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে কিনা সেটা মূল্যায়ন করে থাকে।

ভারতে ২০১৭ সালের এপ্রিল এবং ২০২১ সালে মার্চ মাসের মধ্যে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে কিছু বিষয় উঠে এসেছে ঃ

রেললাইনগুলোর জ্যামিতিক এবং কাঠামোগত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য ট্র্যাক রেকর্ডিং কারগুলোর পরিদর্শনে ৩০শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি ছিল, রিপোর্টে বলা হয়েছে।

লাইনচ্যুত হওয়ার ১,১২৯টি ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি কারণকে দায়ী করা হয়।

লাইনচ্যুত হওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ অভাব। এই কারণে ১৭১টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনুমোদিত সীমার বাইরে ট্র্যাক প্যারামিটারগুলোর বিচ্যুতির কারণে এমনটা হয়েছে।

যান্ত্রিক কারণে ১৮০টিরও বেশি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশি কোচ এবং ওয়াগনে ত্রুটির কারণে ঘটেছে।

'খারাপ ড্রাইভিং এবং অতিরিক্ত গতি' লাইনচ্যুত হওয়ার জন্য দায়ী অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তদন্তকারীরা বলেছেন যে মাওবাদীরা রেললাইনে নাশকতা করার কারণে কলকাতা-মুম্বাই যাত্রীবাহী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল। ওই ঘটনায় পাঁচটি যাত্রীবাহী বগি পাশের লাইনে ছিটকে পড়ে। এবং ওই লাইনে আসতে থাকা মালবাহী ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয়।

শুক্রবারের দুর্ঘটনায় এখনও কোনও নাশকতার আভাস পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় রেলওয়ের মতে, ২০২১-২২ সালের মধ্যে ৩৪টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে রয়েছে সংঘর্ষ, লাইনচ্যুত, ট্রেনে আগুন বা বিস্ফোরণ, লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রেনের সাথে রাস্তার যানবাহন সংঘর্ষ ইত্যাদি সংখ্যার হিসেবে আগের বছরের তুলনায় ২৭টি বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

গত ৩১শে মে 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্র জানিয়েছে যে ২০২২-২৩ সালে এই ধরনের দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে ৪৮টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনার বিষয়ে বেশ উদ্বিগ্ন, এবং তারা তাদের সিনিয়র ম্যানেজারদের বলেছেন ট্রেনের ক্রুদের দীর্ঘ সময় কাজ করানোর অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে। বিশেষ করে ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে এবং সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়েতে এমন অভিযোগ বেশি এবং এ বিষয়ে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে বলেছেন তারা।

শুক্রবার সন্ধ্যার দুর্ঘটনার স্থানটি ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে জোনে পড়েছে।

ইটালির লেকে ডুবে যাওয়া নৌকায় কেন একসাথে এত গুপ্তচর ছিল

মিলান (এজেন্সী) ঃ আল্পস পর্বতের নীচে ছবির মত সুন্দর ম্যাগিওর হ্রদে হঠাৎ ঝড়ো বাতাসে মানুষ ভর্তি একটি নৌকা ডোবার ঘটনা নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে বিশেষ করে ইটালি ও ইসরায়েলে। বিশেষ করে জলেতে ডুবে নিহত চারজনের নাম-পরিচয় প্রকাশ এবং যাত্রীদের পেশাগত পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার এই দুর্ঘটনা বিস্ময় এবং সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

নিহতদের দুজন ছিলেন ইটালির গোয়েন্দা কর্মকর্তা, একজন ছিলেন ইসরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সাবেক এজেন্ট, এবং অন্যজন এক রুশ নারী। দুর্ঘটনার জায়গাটিও বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছ। আল্পস পর্বতের নীচে এই হ্রদের একদিকে ইটালির লোমবার্ডি অঞ্চল, অন্য তীরে সুইজারল্যান্ডের টিচিনো। লোমবার্ডিতে বেশ কয়েকটি কোম্পানি রয়েছে যেখানে সামরিক প্রযুক্তি তৈরি হয়। তাছাড়া, এমনিতেই মনে করা হয় যে সুইজারল্যান্ড নানা দেশের গোয়েন্দা এবং গুপ্তচরদের যাতায়াতের একটি ট্রানজিট পয়েন্ট,

এই দেশটি হয়েই বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দারা অন্যান্য দেশে যাতায়াত করে।

ছোটো আকারের এই প্রমোদ নৌকাটিতে মোট ২৩ জন ছিলেন। জানা গেছে তাদের অনেকেরই এই হ্রদের আশপাশে অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়ি রয়েছে। ইটালির দৈনিক ইল কোরিয়ের দেল্লা সেরায় খবর বেরিয়েছে এই এলাকায় ইটালি এবং ইসরায়েলি সরকারি লোকজনের নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরার অধিকার রয়েছে।

কিছু কিছু রিপোর্টে বলা হচ্ছে নেহাত বিনোদনের জন্যই নৌকাটিতে করে বের হয়েছিলেন এর যাত্রীরা। তবে ইটালির কিছু সংবাদপত্র খবর দিয়েছে, ডোবার আগে নৌকাটিতে ইটালি এবং ইসরায়েলি গুপ্তচরদের মধ্যে একটি বৈঠক চলছিল। নৌকাডুবির এই ঘটনা ইটালিতে এতটাই আলোচনার জন্ম দিয়েছে যে সরকার ২৮শে মে নৌকাটি কিভাবে ডুবেছিল তা তদন্তে কার্লোস নোসেরিনা নামে তাদের একজন প্রসিকিউটার বা কৌসুলিকে নিয়োগ করেছে।

তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে নৌকাটিতে ২১জন গুপ্তচর ছিলেন যাদের ১৩ জন ইটালির আর আটজন ইসরায়েলের।

শুধু নৌকার চালক ক্লডিও কারমিনাটি এবং তার নিহত স্ত্রী - যিনি একজন রুশ নাগরিক কোনো গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যুক্ত নন।

কিছু রিপোর্ট বলছে ১৫ মিটার লম্বা এই প্রমোদ নৌকাটি ভাড়া করা হয়েছিল একজনের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নৌকাটি হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায় এবং ঘণ্টায় ৭০ কিমি বেগের বাতাস সেটি সহ্য করতে পারেনি।

৩০ সেকেন্ডের মধ্যে যেন এক অলৌকিক প্রলয় নেমে আসে আমাদের ওপর, দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইটালিয়ান দৈনিক ইল কোরিয়ের ডেলা সেরাকে বলেন ক্যাপ্টেন মি. কারমিনাটি। নৌকাটি সাথে সাথে ডুবে যায়, এবং আমরা দেখলাম সবাই জলেতে। মি. কারমিনাটি তদন্তকারীদের বলেন এমন খারাপ আবহাওয়ার কোনে পূর্বাভাস ছিলনা। তবে ঘাটে ফিরে আসার নির্ধারিত সময়রে পরও নৌকাটি হ্রদের ভেতর ছিল। তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য 'অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের' তদন্ত শুরু হয়েছে। তার কারণেই নৌকাটি ডুবেছে কিনা তাও তদন্ত করা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন কারমিনাটির নিহত স্ত্রী ৫০ বছর বয়স্কা আনা কোজকোভা রুশ নাগরিক, তবে ইটালিতে তার বসবাসের অনুমতি ছিল।

নিহতদের অন্যরা ছিলেন ঃ তিজিনা বারনবি, ৫৩, ক্লডিও আলোনজি, ৬২ - দুজনেই ইটালিয়ান গুপ্তচর সংস্থার এজেন্ট। ৫০ বছর বয়স্ক ইসরায়েলি সিমোনি এরেজও নৌকাডুবিতে মারা গেছেন। তিনি ইসরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তার নাম ইটালির মিডিয়াতে প্রকাশ করা হলেও ইসরায়েলি মিডিয়া তার নাম করেনি। অন্যদের অনেকে সাঁতরে তীরে উঠতে সমর্থ হয়। আশপাশের কিছু নৌকা গিয়ে বাকিদের টেনে তোলে। উদ্ধারকাজে অংশ নেয় ইটালির পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মৃত্যুগুলো হয়েছে নৌকা ডুবেই, এবং ইটালিয়ান মিডিয়া খবর দিয়েছে কোনো ময়না তদন্ত করা হয়নি।

দুর্ঘটনাটি অন্য যে রহস্যের জন্ম দিয়েছে তা হলো যারা বেঁচে গেছেন তারা যত দ্রুত সম্ভব জায়গা ছেড়ে চলে যান।

ইটালিয়ান মিডিয়ার খবর অনুযায়ী উদ্ধার হওয়ার পরপরই তারা তাদের হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে দ্রুত চলে যান। যাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল, প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েই তারা সরে পড়েন। কাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল তার কোনো রেকর্ডও মেলেনি।

ইসরায়েলিরা তাদের ভাড়া করা গাড়ি ফেলে চলে যান। জানা গেছে সোমবার মিলান থেকে একটি ইসরায়েলি বিমান তাদের তুলে নিয়ে যায়।

বেঁচে যাওয়ার যাত্রীদের নাম-ধাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু সরকারি কৌসুলি এবং তদন্তকারী মি. নোসেরিনো বিবিসিকে বলেন নিহতদের নাম প্রকাশ স্বাভাবিক হলেও দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষজনের নাম-পরিচয় জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনইয়ামিন নেতানিয়াহুর অফিস থেকে বুধবার নিশ্চিত করা হয়েছে ইসরায়েলি যে নাগরিক মারা গেছেন তিনি মোসাদের অবসরপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

মোসাদ একজন একজন নিবেদিতপ্রাণ পেশাদার বন্ধু হারিয়েছে যিনি গত কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে জারী করা এক বিবৃতিতে বলা হয়।

মোসাদে তার যে দায়িত্ব ছিল তাতে তার নাম-পরিচয়ের বিস্তারিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ডুবে যাওয়া নৌকাটি এখনও তীরে আনা হয়নি। ফলে, বিবিসিকে বলেন মি. নোসিরিনো, তদন্ত ঠিকমত শুরু করা যায়নি।

এ মূহুর্তে নৌকাটি হ্রদের তলে মাটিতে ঠেকে রয়েছে। টেনে তুলতে দু-তিনদিন লেগে যেতে পারে।